পরিত্রাণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

পরিত্রাণ

প্রথম সংস্করণ (১১০০) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

মূল্য বার আনা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিত্রাণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ

প্রজা

থাক্‌তে পারলুম না-যে ঠাকুর। তাই তোমাকে ধ'রে নিয়ে চ'লেচি।

ধনঞ্জয়

আমাকে নিয়ে তোদের কী হবে বল্‌ তো।

প্রজা

মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখ্‌তে পেলে-যে—

ধনঞ্জয়

তোরা ভাব্‌চিস তোরাই আমাকে ধ'রে এনেচিস। তা নয় রে—আমিই তোদের খবর দিতে বেরিয়েচি—

প্রজা

কিসের খবর ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়

দুঃখের দিন আস্‌চে।

প্রজা

বলো কী প্রভু ?

ধনঞ্জয়

হাঁ রে, আমি ধরণীর কান্না শুন্‌তে পাই যে !

প্রজা

কোথায় পালাবো ?

ধনঞ্জয়

পালাবো না রে, তাকে বুঝে নেব—ভিতরে এসে দুঃখটাকে দেখ্‌বো বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া।
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্ বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

আমি তোদের ডাক্‌চি—সবাই আমার বুকের ভিতরে আয়, সেইখান থেকে নির্ভয়ে দেখ্‌বি তুফানের দাপট, মরণের চোখ-রাঙানী।

প্রজা

তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর, সেখানে যাবার পথ পাইনে-যে।

ধনঞ্জয়

যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,
যখন অন্ধ নয়ন শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া।

ঘুম যখন ভাঙ্‌বে, তখনি দরজা খোলবার সময় আস্‌বে রে!

প্রজা

ঘুম-যে ভাঙে না।

ধনঞ্জয়

সেই জন্যেই তাড়া লাগ্‌চে নইলে দুঃখ আস্‌বে কেন?

যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,—
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
করো গো দেশছাড়া।

অজ্ঞান হ'য়ে থাকিস ব'লেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুঙে মরিস।

প্রজা

রাজার পেয়াদা এসে যখন মার লাগায়। সেটাকে তুমি স্বপ্ন বলো না কি?

ধনঞ্জয়

তা না তো কী? স্বপ্নের হাজার লক্ষ মুখোষ আছে—রাজার মুখোষ প'রেও আসে—তোদের অচৈতন্য নিয়েই তোদের সে মারে, তা'র হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই।

আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাইনে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

দেখ্ আমি এই কথা তোদের ব'ল্‌তে এসেচি—সংসারে তোরাই দুঃখ এনেচিস।

প্রজা

সে কী কথা ঠাকুর, আমরা দুঃখ পাই, আমরা তো দুঃখ দিইনে। আমাদের সে শক্তিই নেই।

ধনঞ্জয়

ওরে বোকা, মার খাবার জন্যে যে তৈরি হ'য়ে আছে মারের ফসল ফলাবার মাটি সে-যে চ'ষে রেখেচে। তোদেরই অপরাধ সব চেয়ে বেশি—তোরা তোদের অন্তর্যামী ঠাকুরকে লজ্জা দিয়েচিস, তাই এতো দুঃখ!

প্রজা

আমরা কী ক'র্‌বো ব'লে দাও।

ধনঞ্জয়

আর কতো ব'ল্‌বো? বার্‌বার ব'ল্‌চি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ প'ড়ে থাক্ ভয় বাইরে!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ থৈ নর্ত্তন নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধন-ছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে॥

প্রজা

ঠাকুর, ঐ যেন কে আস্‌চে?

ধনঞ্জয়

আস্‌তে দে।

প্রজা

কী জানি, খুনে হবে, কি ডাকাত হবে, এই অন্ধকার রাত্তিরে বেরিয়েচে।

ধনঞ্জয়

খুনেকে তোরাই খুনে করিস, ডাকাতকে ক'রে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্।

প্রভু বিপদ ঘ'টতে পারে! আমরা বরঞ্চ একটু স'রে দাঁড়াই—একেবারে সাম্‌নে এসে প'ড়্‌বে—তখন—

ধনঞ্জয়

ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই—বুক পেতে দিতে পারিস্‌, বিপদ তা হ'লে নিজেই পিছন ফির্‌বে।

(বসন্ত রায় ও একজন পাঠানের প্রবেশ)

পাঠান

কোন্‌ হ্যায় রে!

প্রজা

দোহাই বাবা, আমরা চাষী লোক—

পাঠান

রাত্তিরে কী ক'র্‌তে বেরিয়েচিস্‌?

ধনঞ্জয়

রাত্তিরে যারা বেরোয়, তাদের সঙ্গে মিলন হবে ব'লেই বেরিয়েচি। দিনে মিলি কাজের লোকের সঙ্গে, রাত্তিরে মিলি অকাজের লোকের সঙ্গে।

পাঠান

ভয় ডর নেই?

ধনঞ্জয়

দাদা, তোমারো তো ভয় ডর নেই দেখ্‌চি। তুই নির্ভয়ে

সাম্‌না-সাম্‌নি দেখা সাক্ষাৎ হ'লো—এ তো পরম আনন্দ। (প্রজাদের প্রতি) যাস্ কোথায় তোরা! চেনাশোনা করে নে না।

বসন্ত রায়

ভাবে বোধ হ'চ্চে, তুমিই ধনঞ্জয় ঠাকুর, কেমন, ঠিক ঠাউরেচি কি না?

ধনঞ্জয়

ধরা প'ড়েচি। রাত-কানা নও তুমি।

বসন্ত রায়

তেমন মানুষ অন্ধকারেও চোখে পড়ে।

ধনঞ্জয়

তুমিও তো অন্ধকারে ঢাকা পড়্‌বার লোক নও, খুড়ো মহারাজ!

পাঠান

যাঃ চ'লে! সব ফেঁসে গেলো!

ধনঞ্জয়

কী ফাঁস্‌লো দাদা!

পাঠান

মহারাজের সঙ্গে ঠিক যে-সময়টিতে একলা আলাপ জমিয়েছিলুম, তুমি এসে বাগ্‌ড়া দিলে।—

ধনঞ্জয়

খাঁ সাহেব তুমি জানো না, বাগ্‌ড়া দিয়েই আলাপ জমান্ যিনি বড়ো আলাপী।

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।
তাইতো তোমার বাণী বাজে
ঝর্‌না-ঝরানো।
আমার বাঁশি তোমার হাতে
ফুটোর পরে ফুটো তাতে,
তাই শুনি সুর অমন মধুর
পরাণ-ভরানো॥
তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন ক'রে গায়ে পড়ে'
সাগর-তরানো॥
ছাড়া পেলে একেবারে
রথ কি তোমার চ'ল্‌তে পারে ?
তোমার হাতে আমার ঘোড়া
লাগাম-পরানো॥

বসন্ত

খাঁ সাহেব, এই তো জ'মে গেলো। আজ পথে বাধা পেয়েছিলুম ব'লেই তো। যিনি বাগ্‌ড়া দেন জয় হোক্ তাঁর।

ধনঞ্জয়

আজ বেরিয়েচো কোন্ ডাকে মহারাজ ?

বসন্ত রায়

যশোরে চ'লেছিলুম। ঠাকুর, গ্রামে ডাকাতি প'ড়েচে খবর পেয়ে লোকজনদের সব পাঠিয়ে দিয়েচি। তাই খাঁ সাহেবকে নিয়ে এই রাস্তার মধ্যেই মজলিশ জ'মে গেলো।

ধনঞ্জয়

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ-মজলিশেই মজা, মহারাজ। আমিও তোমার এই সভায় হঠাৎ-দরবারী।

গান

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চম্‌কে ওঠে মন।

বসন্ত রায়

বেশ, বেশ, ঠাকুর। যা নিত্যি জোটে তা থাক্ প'ড়ে—এই হঠাতের টানেই তো বাঁধন কাটে।

ধনঞ্জয়

গান

গোপন পথে আপন মনে
বাহির হও-যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ!

বসন্ত রায়

হায় হায় ঠাকুর—বড়ো শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম—দেহ-মন শিউরে উঠচে।

ধনঞ্জয়

গান

নিত্য যেথায় আনাগোনা
হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধূলো আস্‌চে কতোই জন।

বসন্ত রায়

আহা, ভিড়ের মধ্যে হ'লো না দেখা! দিন বৃথা গেলো।

ধনঞ্জয়

গান

কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায়-যে ডেকে
পথ-হারাকে করে সচেতন॥

বসন্ত

এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি ক'রে নিই।

প্রজা

কোথায় চ'লেচো মহারাজ?

বসন্ত

প্রতাপ আমাকে ডেকেচে তাই যশোরে চলেচি।

প্রজা

রায়গড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত

কেন বলো দেখি ?

প্রজা

নানারকম গুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়

কোথাকার অযাত্রা এরা সব ? নিজেরাও চ'লবিনে ভয়ে, অন্যকেও চ'ল্‌তে দিবিনে ?

প্রজা

দেখ্‌চো না, ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন্ স'রে গেলো ?

ধনঞ্জয়

তোদের সঙ্গে ওর ভালো লাগ্‌লো না, তাতে আর আশ্চর্য্য কী রে! সবাই কি তোদের সহ্য ক'র্‌তে পারে ?

প্রজা

তোমার সাদা মন, তুমি বুঝবে না—ওর-যে কী মতলব ছিলো তা বোঝাই যাচ্চে।

ধনঞ্জয়

সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয় এ কথা নতুন শোনা গেলো। বিশ্বাস নেই, উপর থেকে দেখিস্ দীঘির পানা, বিশ্বাস ক'রে নীচে ডুব মারিস, দেখ্‌বি ডুব-জল। তোরা ডাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না তলিয়ে দেখে ছাড়িনে।

প্রজা

প্রভু, রাগ-যে হয়।

ধনঞ্জয়

সেই জন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস্—না রাগতিস, তা হ'লে যে রাগে না, তাকেও দেখ্‌তে পেতিস্।

(পাঠানের পুনঃ প্রবেশ)

বসন্ত রায়

এই-যে খাঁ সাহেব ফিরেচে। তুমি-যে ফারসি বয়েদ্‌গুলি শুনিয়েছিলে, ওগুলি আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান

দেবো হুজুর, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজা-দিগকে দেখাইয়া) এই এদের স'রে যেতে বলো।

প্রজা

না, সে হবে না। আমরা ওঁকে ফেলে যাবো না।

ধনঞ্জয়

কেন যাবিনে রে? ভারি অহঙ্কার তোদের দেখি। তোরা হ'লি রক্ষাকর্ত্তা, না?

প্রজা

তুমি যদি হুকুম করো তো যাই।

ধনঞ্জয়

রক্ষা কর্‌বার যদি দরকার হয়, খাঁ সাহেব একলা রক্ষা ক'র্‌তে পারবেন। [প্রজাদের প্রস্থান।

পাঠান

মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসন্ত রায়

সে কী কথা? কিছু বিপদ হ'য়েচে?

পাঠান

হ'য়েচে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত রায়

সর্ব্বনাশ! কেন, কী অপরাধ ক'রেচো?

পাঠান

প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা ক'রে দিলেন, তখন পথের মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিলো।

বসন্ত রায়

কী বলো খাঁ সাহেব?

পাঠান

হাঁ, কিন্তু গোপনে। গোপনও রইলো না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে না, মনিবের হুকুমেও না। এখন আপনার মেহেরবাণী চাই।

বসন্ত রায়

এখনি চ'লে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই। (সেলাম করিয়া প্রস্থান) বুকে বড়ো বাজ্‌লো ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

বাজবে বই কি ভাই। ভালোবাসো-যে—না বাজলে কি ভালো হ'তো?

গান

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—

নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

বসন্ত রায়

আহা, সার্থক হোক্ কান্না আমার।

ধনঞ্জয়

গান

তোমার অভিসারে

যাবো অগম পারে

চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে॥

বসন্ত রায়

এই ব্যথার পথেই আমাকে চালাও প্রভু! আমি আর কিছুই চাইনে।

ধনঞ্জয়

গান

পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা—

দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।

সকলি নিবে কেড়ে

দিবে না তবু ছেড়ে,—

মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্র-গৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী

মহারাজ কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপাদিত্য

কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী

যেটা আদেশ ক'রেচেন—

প্রতাপ

কী আদেশ ক'রেচি?

মন্ত্রী

আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপ

আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?

মন্ত্রী

মহারাজ আদেশ ক'রেছিলেন, যখন রাজা বসন্ত রায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলীর চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপ

তখন কী? কথাটা শেষ ক'রেই ফেলো।

মন্ত্রী

তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ

হাঁ।

মন্ত্রী

তাকে নিহত ক'র্‌বে।

প্রতাপ

নিহত ক'র্‌বে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না? নিহত ক'র্‌বে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আন্‌তে বুঝি বাধচে?

মন্ত্রী

মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ

বিলক্ষণ বুঝতে পেরেচি।

মন্ত্রী

আজ্ঞে মহারাজ আমি—

প্রতাপ

তুমি শিশু! খুন করাটা যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে না-করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস ব'লে স্বীকার ক'রেচেন। ক্ষত হ'লে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে-কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী

যে-আজ্ঞে।

প্রতাপ

অমন তাড়াতাড়ি "যে-আজ্ঞে" ব'লে চ'ল্‌বে না। তুমি মনে ক'র্‌চো নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগ্‌চে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ ক'রেছিলেন, আর ধর্ম্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ ক'র্‌বো না?

মন্ত্রী

কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে—

প্রতাপ

আর যাই করো, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না!

মন্ত্রী

প্রজারা জান্‌তে পারলে কী ব'ল্‌বে?

প্রতাপ

জান্‌তে পার্‌লে তো।

মন্ত্রী

এ-কথা কখনই চাপা থাক্‌বে না।

প্রতাপ

দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্ব্বল ক'রে তোল্‌বার জন্যই কি তোমাকে রেখেচি?

মন্ত্রী

মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—
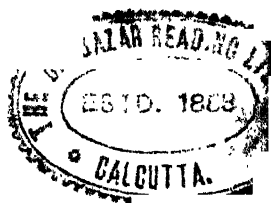
প্রতাপ

দিল্লীশ্বর গেলো, প্রজারা গেলো, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না! দেখো দেখি, মন্ত্রী, সে-পাঠান দুটো এখনো এলো না!

মন্ত্রী

সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ

দোষের কথা হ'চ্চে না। দেরি কেন হ'চ্চে তুমি কী অনুমান করো তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি!

মন্ত্রী

শিমুলতলী তো কাছে নয়। কাজ সেরে আস্‌তে দেরি তো হবেই।

(একজন পাঠানের প্রবেশ)

প্রতাপ

কী হ'লো?

পাঠান

মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হ'য়ে গেচে।

প্রতাপ

সে কী রকম কথা? তবে তুমি জানো না?

পাঠান

জানি বৈ কি। কাজ শেষ হ'য়ে গেচে ভুল নেই, তবে আমি সে-সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁর উপর ভার আছে, সে খুব হুঁসিয়ার। মহারাজের পরামর্শ-মতে আমি খুড়া রাজা সাহেবের লোকজনদের তফাৎ ক'রেই চ'লে আস্‌চি।

প্রতাপ

হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান

তোবা। সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ! আমি আমার শির জামিন রাখ্‌লুম।

প্রতাপ

আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বকশিষ মিল্‌বে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায়, সে চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ কথা গোপন থাক্‌বে না।

প্রতাপ

কিসে তুমি জান্‌লে?

মন্ত্রী

আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনো দিন ঢাক্‌তে পারেন নি। এমন কি, আপনার কন্যার বিবাহেও

আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি—তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'র্লেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটলো, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই মূল ব'লে জান্বে।

প্রতাপ

তাহ'লেই তুমি খুব খুসি হও! না?

মন্ত্রী

মহারাজ, এমন কথা কেন ব'ল্চেন? আপনার ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্যের বিচার আমি করিনে, কিন্তু রাজ্যের ভালো-মন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন, তবে আমি আছি কী ক'র্তে? কেবল প্রতিবাদ ক'রে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোল্বার জন্যে?

প্রতাপ

আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুনি।

মন্ত্রী

আমি এই কথা ব'ল্চি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুল্বেন না! দেখুন মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তা'রা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেই জন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে ব'লেছিলেম।

প্রতাপ

সে তো ব'লেছিলে। তা'র ফল কী হ'লো দেখো না। আজ দু'বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এলো, আর ওখান থেকে কী আদায় হ'লো?

মন্ত্রী

আজ্ঞে, আশীর্ব্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হ'য়ে গেচে। টাকার চেয়ে কি তা'র কম দাম? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেলো। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিলো! সেখানকার প্রজারা তো হ'য়ে কুকুরের মতো ক্ষেপে র'য়েচে—তা'র পরে যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা'হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্য্যে ছোটোদের অবজ্ঞা ক'র্তে নেই মহারাজ! অসহ্য হ'লেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হ'য়ে ওঠে।

প্রতাপ

সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে!

মন্ত্রী

আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ

সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্ম্মের ভেক ধ'রে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের

পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ ক'রিয়েচে। উদয়কে ব'লেছিলুম যেমন ক'রে হোক তাকে আচ্ছা ক'রে শাসন ক'রে দিতে। কিন্তু উদয়কে জানো তো ? এ দিকে তা'র না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্ তাকে আস্পর্দ্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেচে। এবারে তা'র কণ্ঠিসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধ'রতে হ'চ্চে, তা'র পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কত বড়ো বুকের পাটা ! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক ক'রে রাখো—খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে ব'স্‌তে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধ-শান্তি ক'র্‌বো—আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখিনে।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান)

বসন্ত রায়

আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তি নেই। (প্রতাপ নীরব) প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো—ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েচো—তারপরে বহুকাল সেখানে যাও নি !

প্রতাপ

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জ্জনে) খবরদার ঐ পাঠানকে ছাড়িস্‌নে ! [দ্রুত প্রস্থান।

(বসন্ত রায়ের প্রস্থান, প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

প্রতাপ

দেখো, মন্ত্রী, রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্চে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ

এ-বিষয়ের কথা তোমাকে কে ব'লচে? আমি ব'লচি রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখচি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলাম হারিয়ে ফেল্লে! আর-একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে ব'লেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী

আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপ

চুপ করো! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যাহোক্ তোমাকে জানিয়ে রাখচি রাজকার্য্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্চো না। আর-একটা কথা তোমাকে ব'লে দিচ্চি মন্ত্রী, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি ক'রে সে নিজের চারদিকে জাল জড়াচ্চে—এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়াদিত্য

যাক্‌, চুক্‌লো!

সুরমা

কী চুক্‌লো!

উদয়াদিত্য

আমার উপর মাধবপুর শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বৃদ্ধি ধ'রে খাজনা আদায়ের হঠাৎ হুকুম এলো। বৃষ্টি নেই, এবারে সেখানে অজন্মা—তাই আমি—

সুরমা

আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তা'র থেকে—

উদয়াদিত্য

তোমার গহনা কেনে এতো বড়ো বুকের পাটা এ-রাজ্যে আছে? আমি মহারাজকে বল্লুম, মাধবপুর থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনোমতেই আদায় ক'র্‌তে পার্‌বো না! শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েচেন। তিনি এখন কেবলি সৈন্য বাড়াচ্চেন, অস্ত্র কিন্‌চেন, টাকা তাঁর নিতান্ত চাই, তা প্রজা বাঁচুক আর মরুক।

সুরমা

পরগণা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চ'লে এলে প্রজারা-যে ম'র্‌বে!

উদয়াদিত্য

আমি ঠিক ক'রেচি, যে-ক'রে হোক্ তাদের পেটের ভাতটা জোগাবো! শুন্‌তে পেলে মহারাজ খুসি হবেন না—নিশ্চয় ভাব্‌বেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্চি। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা

রাজপুত্রকে রাজ-সভায় যখন চিন্‌লো না, তখন যে তাকে চিনেচে, সে তাকে মালা দিয়ে বরণ ক'র্‌বে।

উদয়াদিত্য

সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা-যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ-খবরটা জান্‌তুম না।

সুরমা

রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পার্‌বে না!

উদয়াদিত্য

রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ!

সুরমা

সে কী কথা ?

উদয়াদিত্য

রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা

এ তুমি মনের ক্ষোভে ব'ল্‌চো।

উদয়াদিত্য

কথাটা কি নূতন-যে ক্ষোভ হবে ? যখন এতটুকু ছিলুম, তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখ্‌চেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না ? কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা

প্রিয়তম, দরকার কি স্নেহের ! খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েচে ?

উদয়াদিত্য

বলো কী ? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার ক'র্‌বেন না, সেটা বেশ বুঝতে পার্‌চি।

সুরমা

কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার ক'র্‌তে হবে না—আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি। তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নয়, এ কথা বল্লেই হ'লো ? এত বড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিক্‌তে পারে !

উদয়াদিত্য

রাজ্যভারটা নাই বা ঘাড়ের উপর প'ড়লো, তাতেই-বা দুঃখ কিসের?

সুরমা

না, না, ওকথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে ক'রে পাঠিয়েচেন, সে-কথা বুঝি অমন ক'রে উড়িয়ে দিতে আছে! না হয় দুঃখই পেতে হবে—তা ব'লে—

উদয়াদিত্য

আমি দুঃখের পরোয়া রাখিনে! তুমি আমার ঘরে এসেচো, তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পারিনে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্কার।

সুরমা

যে-সুখ দিয়েচো তাই যেন জন্ম-জন্মান্তরে পাই!

উদয়াদিত্য

সুখ যদি পেয়ে থাকো তো নিজের গুণে,আমার শক্তিতে নয়। এ-ঘরে আমার আদর নেই ব'লে তোমারও-যে অপমান ঘটে! এমন কি মাও-যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

সুরমা

আমার সব সম্মান-যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়্‌তে পারে নি।

উদয়াদিত্য

তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার

করেন না—সেই হ'য়েচে তোমার অপরাধ—মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তা'র শোধ তুল্‌তে চান্‌!

(নেপথ্যে) দাদা, দাদা!

উদয়াদিত্য

কেও! বিভা বুঝি? (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা? কী হ'য়েচে।

বিভা

একটা কাণ্ড হ'য়ে গেচে। আমি আর বাঁচিনে! (মুখ ঢাকিয়া কান্না)।

সুরমা

(বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কী হ'য়েচে ভাই, বল্‌!

বিভা

আর-বারে যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধ'রে ওঁকে কে ঠাট্টা ক'রেছিলো।

সুরমা

সে তো জানি, ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মাখনটা ওঁর কাপড়ের সঙ্গে একটা ল্যাজ জুড়ে দিয়েছিলো—ব'লেছিলো—উনি রামচন্দ্র নন্‌, রামদাস।

বিভা

সে-কথা তাঁরা ভুল্‌তে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টায় জিততে পণ ক'রে ওঁর রমাই ভাঁড়কে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—মাকে কী একটি যা-তা ব'লেচে।

উদয়াদিত্য

সর্ব্বনাশ !

বিভা

আমি তাকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলুম—মোহন মালকে ব'লে তখনি তাকে বিদায় ক'রে দিয়েচি। কিন্তু কী জানি যদি কেউ বুঝ্‌তে পেরে থাকে !

উদয়াদিত্য

তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন ?

বিভা

হ'তেও পারে মা হয়তো টের পেয়েচেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে, তাই চুপ ক'রে গেলেন।

উদয়াদিত্য

মা কখনো এত বড়ো সর্ব্বনেশে কথাটা বাবাকে ব'ল্‌বেন না।

বিভা

তা ব'ল্‌বেন না, কিন্তু কেমন ক'রে বুঝ্‌বো আর কেউ জেনেচে কি না।

সুরমা

বিভা ভয় পাস্‌নে, নিশ্চয় কেউ টের পায়নি। পেলে এতো-ক্ষণে আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌তো।

উদয়াদিত্য

ব্যাপারটা তো কাল হ'য়ে গেচে ?

বিভা

হাঁ।

উদয়াদিত্য

তা হ'লে আমি ব'লে দিচ্ছি ফাঁড়া কেটে গেচে। বিচার ক'র্‌তে মহারাজের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলে কাল্‌কের রাতটা কাট্‌তো না। তবু এক কাজ কর্, বিভা তুই এখনি যা। রামচন্দ্রকে বল্, এ-বাড়ি থেকে চ'লে যেতে, যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন।

বিভা

তুমি বলোনা, দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়াদিত্য

না, আমি তাকে যেতে ব'ল্‌লে সে অপমান বোধ ক'র্‌বে।

[বিভার প্রস্থান।

সুরমা

রাজা হ'লেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না?

উদয়াদিত্য

সামান্য একটা মেয়েলি ঠাট্টার হার-জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়িতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে, এতো বড়ো নির্ব্বোধ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কতো বড়ো সব খেয়াল— বিধির লিখনকে মুচে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

একি, দাদামশায়-যে ! স্বপ্ন ? না মতিভ্রম ?

বসন্ত রায়

গান

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম
অনেকদিনের পরে।
ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিকক্ষণ থাক্‌বো নাকো—
এসেচি এক নিমেষের তরে ॥
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি,
শুন্‌বো দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চ'লে যাবো দেশান্তরে ॥

সুরমা

দাদামশায়,কারো মুখে হাসি দেখ্‌বার জন্যে তোমাকে কোনো-দিন আড়ালে থাক্‌তে হয় নি।

উদয়াদিত্য

তুমি যাই বলো, হাসি দেখে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছে হয়, এমন হাসি আমরা কেউ হাসিনে।

স্থরমা

তুমি-যে এলে আমরা কোনো খবর জান্‌তুম না।

বসন্ত রায়

দিদি, এ-সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পৌঁছ'লে কে আস্‌বে কে না আস্‌বে, তা'র ঠিক খবরটি তো পাওয়া যায় না!

স্থরমা

ওটা শঙ্করাচার্য্যের মতো কথা হ'লো। তোমার ঐ হাসি-মুখে এমন কথা মানায় না।

বসন্ত রায়

সে-কথা মিথ্যে বলিস্‌নি, ভাই। সংসার অনিত্য, জীবন অনিশ্চিত, এ সব কথা ঘোর মিথ্যে। তোদের মুখ যখনি দেখি, তখনি সংসার নিত্য, তখনি জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

স্থরমা

যে-অমৃত-মুখের কথা ব'ল্‌লে, সেটিকে তোমার তৃষিত চক্ষু খুঁজে বেড়াচ্চে আমি কি বুঝ্‌তে পার্‌চিনে?

বসন্ত রায়

ওটা ভাই মিথ্যে অভিমানের কথা ব'ল্‌লি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেচেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেচেন গঙ্গাকে —কাউকেই তাঁর ছাড়্‌লে একদণ্ড চলে না—তাঁর প্রাণের অন্নজল দুইই সমান চাই।

সুরমা

আর আমার ঠাকুরুণদিদি! এখানে এসেই বুঝি ভুল্‌লে?

বসন্ত রায়

তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েচেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার যো নেই।

সুরমা

তিনি চাঁদের মতোই চুপ ক'রে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গঙ্গার মতোই মুখরা।

বসন্ত রায়

সে-কথা অস্বীকার ক'র্‌তে পারিনে। চক্ষু বুজে ঐ স্নিগ্ধ কলকণ্ঠ নিয়তই মনে মনে শুন্‌তে পাই।

সুরমা

এতো স্তুতিবাক্যও চতুর্ম্মুখ তোমার একমুখে যোগান কী করে?

বসন্ত রায়

সে আমার এই বাগবাদিনীর গুণে,—বিধিরও নয়, আমারও নয়।

সুরমা

আর নয় দাদামশায়, মিষ্টির পরিমাণটা এক্‌লার পক্ষে কিছু বেশি হ'য়ে উঠেচে।

(বিভার দ্রুত প্রবেশ)

বসন্ত রায়

বিভা! কী হ'য়েচে দিদি, তোমার মুখ অমন কেন?

বিভা

মহারাজের কানে গিয়েচে।

উদয়াদিত্য

কী সর্ব্বনাশ! কেমন ক'রে গেলো? মা কিছু ব'লেচেন না কি?

বিভা

না, মা বলেন নি। ওঁরা নিজেই থাক্‌তে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই ক'র্‌তে গিয়েচেন—তা'র থেকেই রাষ্ট্র হ'য়েচে।

বসন্ত রায়

কী হ'য়েচে ব্যাপারটা?

উদয়াদিত্য

রামচন্দ্র ছেলেমানুষী ক'রে অন্তঃপুরে তা'র ভাঁড়কে পাঠিয়েছিলো মেয়ে সাজিয়ে। সে-কথা মহারাজের কানে উঠেচে, এখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।

বসন্ত রায়

আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়াদিত্য

এখন কিছু বোলো না—উল্টো হবে। আগে দেখি মহারাজ কী হুকুম দেন।

সুরমা

হুকুম যাই দিন্, এখনি যশোর ছেড়ে ওঁদের পালানো চাই।

(রামমোহন মালের প্রবেশ)

রামমোহন

(বিভার প্রতি) তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চি মা, ঘরে দেখ্‌তে পেলুম না, তাই এখানে এলুম।

বিভা

(সভয়ে) কেন, কেন, কী হ'য়েচে !

রামমোহন

কিছুই হয় নি। আজ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েচি চারজোড়া শাঁখা এনেচি—তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়াদিত্য

রামমোহন, তোমাদের নৌকো সব তৈরি আছে ?

রামমোহন

এখনি কিসের তৈরি যুবরাজ, কতদিন পরে আমাদের আসা, এখন তো শীগ্‌গির মাকে ছেড়ে যাচ্চিনে।

বিভা

মোহন, এখনি নৌকো তৈরি করো গে—একটুও দেরি করিস্‌ নে।

রামমোহন

কেন মা ?

বিভা

বিপদ ঘ'টিয়েচে—তুই তো সব জানিস্‌। ঐ-যে ভাঁড় এসেছিলো অন্তঃপুরে। সে-কথা মহারাজের কানে গিয়েচে।

রামমোহন

বেশ তো, এখনি তা'র মৃত্যু নেন্ না—তা'র নোংরা মুখটা বন্ধ হ'লে আমরাও বাঁচি। আমি ধ'রে এনে দেবো তাকে—ভাবনা নেই।

উদয়াদিত্য

রামমোহন, সে কীটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তা'র চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নৌকো তা'র দাঁড়ি কতো?

রামমোহন

চৌষট্টি জন।

উদয়াদিত্য

সেই নৌকোটা আমার এই জান্‌লার সাম্‌নের ঘাটে এখনি তৈরি ক'রে আনো। আজ রাত্তিরেই কোনো মতে রওনা ক'রে দিতে হবে।

রামমোহন

দেরি হবে না যুবরাজ, দণ্ড দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি ক'রে রেখে দেবো। কী ক'র্‌তে হবে ব'লে দাও।

উদয়াদিত্য

এই জান্‌লা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তা'র পরে রাতারাতি তোরা দাঁড় টেনে চ'লে যাবি।

[রামমোহনের প্রস্থান।

(বিভা বসিয়া পড়িয়া মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন)

বসন্ত রায়

দিদি, ভয় করিস্‌নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর ভয় নেই রে।

বিভা

ভয় না, দাদা মশায়, লজ্জা! ছি ছি কী লজ্জা! রাজার ছেলে হ'য়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাব্‌তে পরিনে। জন্মের মতো আমার-যে মাথা হেঁট হ'য়ে গেলো।

বসন্ত রায়

এখন ও-সব কথা ভাবিস্‌নে, আপাতত—

বিভা

অপরাধ ক'র্‌লে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ-যে তারো বেশি। এ-যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইলো না।

সুরমা

বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস্‌ নে।

বিভা

বৌদিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বল্‌বার থাক্‌বে না! তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে জামাইয়ের সুখ-দুঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হ'য়ে এ কথা কি আমি বুঝ্‌তে পারি নে?

বসন্ত রায়

এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা

বাইরের বৈঠকখানায় নাচ-গান জমিয়েচেন, সহর থেকে তিনি সব নাচওয়ালী আনিয়েচেন, আজ দু'দিন ধ'রে এই সব চ'ল্‌চে।

বসন্ত রায়

কলি যখন সর্ব্বনাশ করে, তখন আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই করে। যেমন ক'রে পারো, বিভা, তুমি এখনি তা'কে ডাকিয়ে আনাও।

[বিভার প্রস্থান।

(নেপথ্যে) উদয়, উদয়!

উদয়াদিত্য

ঐ-যে মহারাজ আস্‌চেন।

[সুরমার পলায়ন।

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

শুনেচো সব কথা?

উদয়াদিত্য

শুনেচি।

প্রতাপ

লছমন সর্দ্দারকে হুকুম ক'রেচি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, তখন তা'র মুণ্ড কাটা যাবে। আজ রাত্রে অন্তঃপুরের পাহারার ভার তোমার উপরে।

উদয়াদিত্য

আমার উপরে মহারাজ? এ-যে আমাকে শাস্তি।

প্রতাপ

শাস্তি আমাকেও নয়? তা ব'লে রাজার কর্ত্তব্য ক'র্‌তে হবে না?

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ!

(প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর)

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, এ-ও কি সম্ভব?

প্রতাপ

কেন সম্ভব নয়?

বসন্ত রায়

ছেলেমানুষ, সে তো অবজ্ঞার পাত্র, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য?

প্রতাপ

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে-বোকা নাও বোঝে, তারো হাত পোড়ে। দুর্ব্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে, সে-বুদ্ধির ফলটা কী হবে, সে কি তা'র মাথায় জোগায় না? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে, মাথাটা তখন দেহে থাক্‌বে না।

বসন্ত রায়

অপরাধ যে করে সে দুর্ব্বল, ক্ষমা যে করে শক্তি তা'রই, এ কথা ভুলো না।

প্রতাপ

দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায় বংশের কিসে মান অপমান সে বোধ যদি তোমার থাক্‌বে, তাহ'লে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদ্‌শার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পার্‌তে কি? তোমারো লাঞ্ছিত মাথার স্থান এই ধূলায়, আমারি দুর্ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পষ্ট ব'ল্‌লুম। খুড়ো মশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত রায়

বুঝেচি প্রতাপ, একবার যে-ছুরি তোমার খাপ থেকে বেরোয় রক্ত না নিয়ে সে ফির্‌বে না। তা নিক, যে তা'র প্রথম লক্ষ্য ছিলো, এখনো তো সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ

আচ্ছা তবে ডাকো বিভাকে। (বিভার প্রবেশ) ঐ-যে এসেচে। বিভা!

বিভা

মহারাজ!

প্রতাপ

সকল কথা শুনেচো বিভা?

বিভা

হাঁ।

প্রতাপ

তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কী রকম অপমান ক'রেচে, তা তো জানো ?

বিভা

জানি।

প্রতাপ

আমি যদি তা'র প্রাণদণ্ড দিই তবে সেটা অন্যায় হবে কি ?

বিভা

না।

বসন্ত রায়

দিদি, কী ব'ল্লি দিদি! মহারাজের পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে নে!

(বিভা নিরুত্তর)

প্রতাপ

খুড়া মহারাজ, মনে রেখো, বিভা আমারি মেয়ে!

উদয়াদিত্য

মহারাজ, আপনি দণ্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন। কিন্তু এ-শাস্তির দণ্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ

কী ব'ল্তে চাও তুমি ?

উদয়াদিত্য

পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই, এই জন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়েই কর্ত্তব্যপালন ক'রবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ

লোক থাক্‌বে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়াদিত্য

আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম ক'রতে পারবো না।

প্রতাপ

না পারো তো তারো জবাবদিহী আছে।

[প্রস্থান।

উদয়াদিত্য

কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত রায়

কিন্তু, দাদা, তুমি এতে হাত যদি দাও তা হ'লে—

উদয়াদিত্য

তা হ'লে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয়—এখনকার কথা হ'চ্চে হাত দেওয়াই চাই

চতুর্থ দৃশ্য

নৃত্যসভা

রামচন্দ্র

নট-নটীর দল

(রামমোহনের প্রবেশ)

রামমোহন

একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র

এখন না, যাঃ বিরক্ত করিস্ নে। গান ছেড়ো না।

রামমোহন

শুনতেই হবে।

রামচন্দ্র

কাল সকালে শুনবো। দেখ্ বিরক্ত করিস্ নে।

রামমোহন

যুবরাজ ডাকচেন, জরুরি কাজ আছে।

রামচন্দ্র

বুঝেচি, শালা বুঝি ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সঙ্গে।

রামমোহন

ঠাট্টা শেষ হ'য়ে গেচে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র

আর ভয় দেখাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই!

রামমোহন

এ-দিকেও সময় একটুও নেই। আচ্ছা এই দিকে আসুন ব'ল্‌চি! (রামচন্দ্র জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শুনেচেন।

রামচন্দ্র

না শুনলে মজাটা কী!

রামমোহন

কী বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার সম্পর্ক তো নন।

রামচন্দ্র

আমার ঠাট্টা চ'ল্‌চে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাখেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন

সে-বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদণ্ডের হুকুম হ'য়েচে, কাল সকালেই—

রামচন্দ্র

তুমি শুন্‌লে কোথা থেকে?

রামমোহন

যুবরাজের নিজের মুখ থেকে।

রামচন্দ্র

তোর মতো বোকা দুনিয়ায় নেই রে! যুবরাজ ঠাট্টা ক'রেচে বুঝ্‌তে পারিস নে! প্রাণদণ্ড!

রামমোহন

দোহাই তোমার, একটুও ঠাট্টা নয়।

রামচন্দ্র

আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পার্‌বে না। তুই এখন যা।

রামমোহন

আচ্ছা আমি যুবরাজকে ডেকে আন্‌চি!

[প্রস্থান।

রামচন্দ্র

(নটীদের প্রতি) ধরো গান।

নাচ ও গান

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে!
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও-যে।
নীরব দিঠে শুধায় যতো
পায় না সাড়া মনের মতো,

অবুঝ হ'য়ে রয় সে চেয়ে

অশ্রুধারায় ম'জে ॥

তুমি আমার কথার আভাখানি

পেয়েচো কি মনে ?

এই-যে আমি মালা আনি

তা'র বাণী কেউ শোনে ?

পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে

হাওয়ায় ব্যথা দিই-যে পেতে,

বাঁশি বিছায় বিষাদ ছায়া

তা'র ভাষা কেউ বোঝে ?

রামচন্দ্র

বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছিমিছি খারাপ ক'কে দিয়ে গেলো। এ কেমন গোঁয়ারগোছের ঠাট্টা এ-বাড়ির ? শ্যালাদের রসের জ্ঞান একটুও নেই। থেমোনা, আর-একটা গান ধরো। একটু দ্রুততালে।

(গান)

না ব'লে যেয়োনা চ'লে মিনতি করি।

গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।

সারা নিশি জেগে থাকি

ঘুমে ঢ'লে পড়ে আঁখি,

ঘুমালে হারাই পাছে সে-ভয়ে মরি ॥

চকিতে চমকি বঁধু তোমারে খুঁজি,
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি!
নিশিদিন চাহে হিয়া,
পরাণ পসারি দিয়া,
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি॥

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত ভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

উঠে এসো শীঘ্র।

রামচন্দ্র

একেবারে জোর তলব-যে!

উদয়াদিত্য

দেরি কোরো না, এসো শীগগির!

রামচন্দ্র

বোনের পেয়াদা হ'য়ে এসেচো বুঝি, তলব দিতে?

উদয়াদিত্য

আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রলুম। যদি না শোনো তো থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

[প্রস্থান

রামচন্দ্র

আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্চে না। একবার দেখেই আসি গে। (নটীদের প্রতি) তোমরা গান থামিয়ো না— এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

গান।

ফুল তুলিতে ভুল ক'রেচি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধ্‌বো কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাবো না মায়ার ছলে,
রইবো তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেল্‌বো না মোর
হাসি-কাঁদনে॥
রইলো শুধু বেদনভরা আশা,
রইলো শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি,
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই-বা ভোলাই
রঙের ধাঁদনে॥

নটীগণ

প্রথমা

কই, এখনো তো ফিরলেন না!

দ্বিতীয়া

আর তো ভাই পারি নে। ঘুম পেয়ে আস্‌চে!

তৃতীয়া

ফের্‌ কি সভা জ'মবে না কি?

প্রথমা

কেউ-যে জেগে আছে তা তো বোধ হ'চ্চে না! এতো বড়ো রাজ-বাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ ক'র্‌চে!

দ্বিতীয়া

চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চ'লে গেলো!

তৃতীয়া

বাতিগুলো সব নিবে আস্‌চে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা

আমার কেমন ভয় ক'র্‌চে ভাই!

দ্বিতীয়া

(বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও-যে সব ঘুমুতে লাগলো—কী মুস্কিলেই পড়া গেলো! ওদের তুলে দে না। কেমন গা ছম্‌ ছম্‌ ক'র্‌চে!

তৃতীয়া

মিছে না ভাই! একটা গান ধরো! ওগো তোমরা ওঠো, ওঠো!
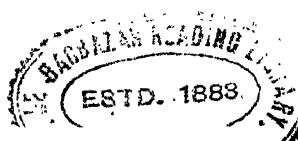
বাদকগণ

(ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ এসেচেন না কি ?

প্রথমা

তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো না গো ! কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না—না কি !

একজন বাদক

(বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ওদিকে-যে সব বন্ধ !

প্রথমা

অ্যাঁ ! বন্ধ ! আমাদের কি কয়েদ ক'র্‌লে না কি ?

দ্বিতীয়া

দূর ! কয়েদ ক'র্‌তে যাবে কেন ?

প্রথমা

ভালো লাগ্‌চে না ! কী হ'লো বুঝতে পার্‌চি নে। চলো ভাই, আর এখানে নয়। একটা কী কাণ্ড হ'চ্চে।

[প্রস্থান।

(রাজমহিষীর প্রবেশ)

রাজমহিষী

কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। কী হ'লো বুঝতে পাচ্চিনে। স্বামী !

(বামীর প্রবেশ)

এদিক্‌কার খাওয়া-দাওয়া তো সব শেষ হ'লো, মোহনকে খুঁজে পাচ্চিনে কেন ?

বামী

মা, তুমি অতো ভাবচো কেন ? তুমি শুতে যাও, রাত্ত-যে পুইয়ে এলো, তোমার শরীরে সইবে কেন ?

রাজমহিষী

সে কি হয় ! আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াবো ব'লে রেখেচি।

বামী

নিশ্চয়, রাজকুমারী তাকে খাইয়েচেন। তুমি চলো, শুতে চলো।

রাজমহিষী

আমি ঐ মহলে খোঁজ ক'র্‌তে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ—এর মানে কী, কিছুই বুঝ্‌তে পারচি নে !

বামী

বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলের দরজা বন্ধ ক'রেচেন। অনেকদিন পরে জামাই এসেচেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন ? চলো তুমি শুতে চলো।

রাজমহিষী

কী জানি বামী, আজ ভালো লাগচে না। প্রহরীদের

ডাকৃতে ব'ল্‌লুম তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না।

বামী

যাত্রা হ'চ্চে, তা'রা তাই আমোদ ক'র্‌তে গেচে।

রাজমহিষী

মহারাজ জান্‌তে পারলে-যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও-যে বন্ধ, তা'রা ঘুমিয়েচে বুঝি!

বামী

ঘুমোবেন না! বলো কী! রাত কি কম হ'য়েচে!

রাজমহিষী

গান বাজনা ছিলো, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌বে না? ওরা মনে কি ভাব্‌বে বলো তো! এ সমস্তই ঐ বৌ-মার কাণ্ড! একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুম'চ্চে—একটা দিন কি আর—

বামী

যাক্‌, সে সব কথা কাল হবে—আজ চলো!

রাজমহিষী

মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েচে তো?

বামী

হ'য়েচে বৈ কি?

রাজমহিষী

ওষুধের কথা ব'লেচিস্‌?

বামী

সে-সব ঠিক হ'য়ে গেচে।

[প্রস্থান।

(প্রতাপ, প্রহরী, পীতাম্বর ও অনুচরের প্রবেশ)

প্রতাপ

কতো রাত আছে ?

পীতাম্বর

এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপ

কী যেন একটা গোলমাল শুন্‌লুম।

পীতাম্বর

আজ্ঞে তাই শুনেই আমি আস্‌চি।

প্রতাপ

কী হ'য়েচে ?

পীতাম্বর

আস্‌বার সময় দেখলুম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ

অন্তঃপুরের প্রহরীরা।

পীতাম্বর

হাত পা বাঁধা প'ড়ে আছে।

প্রতাপ

তা'রা কী ব'ল্‌লে ?

পীতাম্বর

আমার কথার কোনো জবাব্‌ দিলে না—হয়তো অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে।

প্রতাপ

রামচন্দ্র রায় কোথায় ? উদয়াদিত্য, বসন্ত রায় কোথায় ?

পীতাম্বর

বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপ

বোধ করি ! তোমার বোধ-করার কথা কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চে ! মন্ত্রীকে ডাকো।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী

মহারাজ রাজজামাতা,—

প্রতাপ

রামচন্দ্র রায়—

মন্ত্রী

হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে গেচেন।

প্রতাপ

পরিত্যাগ ক'রে গেচেন, প্রহরীরা গেলো কোথা ?

মন্ত্রী

বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেচে।

প্রতাপ

(মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেচে ? পালাবে কোথায় ? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আন্‌তে হবে ! অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিলো ?

মন্ত্রী

সীতারাম আর ভাগবত !

প্রতাপ

ভাগবত ছিলো ? সে তো হুঁসিয়ার ; সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে ?

মন্ত্রী

সে হাত পা বাঁধা প'ড়ে আছে।

প্রতাপ

হাত পা বাঁধা আমি বিশ্বাস করিনে। হাত পা ইচ্ছে ক'রে বাঁধিয়েচে। আচ্ছা সীতারামকে নিয়ে এসো, সেই গর্দ্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

প্রতাপ

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হ'লো কী ক'রে ?

সীতারাম

(করযোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ

সে-কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চে !

সীতারাম

আজ্ঞা না, মহারাজ,—যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বলপূর্ব্বক বেঁধে—

(ব্যস্তভাবে বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

সীতারাম

যুবরাজকে নিষেধ ক'র্‌লুম, তিনি—

বসন্ত রায়

হাঁ হাঁ সীতারাম কী বল্লি ? অধর্ম্ম করিস্‌ নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম

আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ

তবে তোর দোষ।

সীতারাম

আজ্ঞে না।

প্রতাপ

তবে কার দোষ?

সীতারাম

আজ্ঞা যুবরাজ—

প্রতাপ

তাঁর সঙ্গে আর কে ছিলো?

সীতারাম

আজ্ঞে বউরাণী মা—

প্রতাপ

বউরাণী? ঐ সেই শ্রীপুরের—(বসন্ত রায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ-অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিলো না।

প্রতাপ

দোষ ছিলো না। দেখো, তুমি তা'র পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তা'র ভালো হবে না—এই আমি ব'লে দিলুম।

(বসন্ত রায় কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান)
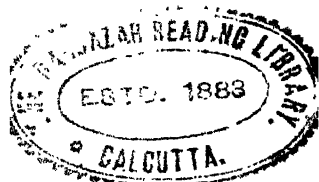
দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়

একেবারে সব মুখ চুন ক'রে আছিস্ কেন? মেরেচে বেশ ক'রেচে! এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো ক'রে মার খেতে শিখ্‌লিনে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেচে নাকি রে?

প্রথম

রাজার কাছারিতে ধ'রে মার্‌লে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়

আমার চেলা হ'য়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে! এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস্‌নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

দ্বিতীয়

বাকি আর রইলো কী ঠাকুর? এদিকে পেটের জ্বালায় ম'র্‌চি, ওদিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে!

ধনঞ্জয়

বেশ হ'য়েচে, বেশ হ'য়েচে—একবার খুব ক'রে নেচে নে।

গান

আরো প্রভু আরো আরো!
এমনি ক'রে আমায় মারো!
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা প'ড়ে গেচি আর কি এড়াই?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো!
এবার যা-কর্‌বার তা সারো সারো!
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা
কেবল হেসে খেলে গেচে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো!

দ্বিতীয়

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চ'লেচো বলো দেখি?

ধনঞ্জয়

যশোর যাচ্চি রে!

তৃতীয়

কী সর্ব্বনাশ! সেখানে কী ক'র্‌তে যাচ্চো?

ধনঞ্জয়

একবার রাজাকে দেখে আসি! চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাবো? এবার রাজদরবারে নাম রেখে আসবো।

চতুর্থ

তোমার উপরে রাজার-যে ভারি রাগ। তা'র কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে?

পঞ্চম

জানো তো যুবরাজ তোমাকে শাসন ক'র্‌তে চায় নি ব'লে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

ধনঞ্জয়

তোরা-যে মার সইতে পারিস্‌নে! সেই জন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চ'লেচি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়—যেখানে স্বয়ং মারের বাবা ব'সে আছে, সেইখানে ছুটেচি।

প্রথম

না, না, সে হবে না, ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়

খুব হবে—পেট ভ'রে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম

তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো।

ধনঞ্জয়

পেয়াদার হাতে আশ মেটেনি বুঝি?

না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পার্‌চো না, আমরাও সঙ্গে যাবো।

ধনঞ্জয়

আচ্ছা যেতে চাস্ তো চল্! একবার সহরটা দেখে আস্‌বি।

তৃতীয়

কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে?

ধনঞ্জয়

কেন রে? হাতিয়ার নিয়ে কী ক'র্‌বি?

তৃতীয়

যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হ'লে—

ধনঞ্জয়

তা হ'লে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী ক'রে হাতিয়ার দিয়ে মার্‌তে হয়! কী আমার উপকারটা ক'র্‌তেই যাচ্চো! তোদের যদি এই রকম বুদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক্।

চতুর্থ

না, না, তুমি যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাক্‌বো।

তৃতীয়

আমরাও রাজার কাছে দরবার ক'র্‌বো।

ধনঞ্জয়

কী চাইবি রে?

তৃতীয়

আমরা যুবরাজকে চাইবো।

ধনঞ্জয়

বেশ, বেশ, অর্দ্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

তৃতীয়

ঠাট্টা ক'র্‌চো ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

ঠাট্টা কেন ক'র্‌বো? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাইতে দোষ নেই রে! চেয়ে দেখিস্‌।

চতুর্থ

যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়

তখন আবার চাইবো। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরো এক জন শোন্‌বার লোক দরবারে ব'সে থাকেন—শুন্‌তে শুন্‌তে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না!

গান

আমরা ব'স্‌বো তোমার সনে।
তোমার সরিক হবো রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।

তোমার দ্বারী মোদের ক'রেচে শির নত,
তা'রা জানেনা-যে মোদের গরব কতো,
তাই বাহির হ'তে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে॥

প্রথম

বাবা ঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্চো কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়্‌বেন না।

ধনঞ্জয়

ছাড়্‌বেন কেন বাপ সকল! আদর ক'রে ধ'রে রাখ্‌বেন।

প্রথম

সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়

ধ'রে রাখ্‌তে কষ্ট আছে বাপ্‌—পাহারা দিতে হয়—যে-সে লোককে কি রাজা এতো আদর করে? রাজ-বাড়িতে কত লোক যায়, দর্‌জা থেকেই ফেরে—আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাধবে ধ'রে এই হবে যার সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে!
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন!
সে কি অম্‌নি হবে!

আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আন্‌বে আপন বশে—
সে কি অম্‌নি হবে!
তা'র আগে তা'র পাষাণ হিয়া গ'ল্‌বে করুণরসে
সে কি অম্‌নি হবে!
আমাকে যে কাঁদাবে তা'র ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অম্‌নি হবে!

দ্বিতীয়

বাবা ঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তাহ'লে কিন্তু আমরা সইতে পারবো না।

ধনঞ্জয়

আমার এই গা যাঁর, তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেচি আমার এই গায়ে তিনি কতো দুঃখই সইলেন—কতো মার খেলেন, কত ধুলো মাখলেন—হায় হায়—

গান

কে ব'লেচে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে?
প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু
সুখের বন্ধু দুখের বন্ধু

(তোমায়) দেবো না দুখ পাবো না দুখ
হের্‌বো তোমার প্রসন্ন মুখ
(আমি) সুখে দুঃখে পার্‌বো বন্ধু
চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে ॥

তৃতীয়

বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী ব'ল্‌বো?

ধনঞ্জয়

ব'ল্‌বো আমরা খাজনা দেবো না!

তৃতীয়

যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়

ব'ল্‌বো, ঘরের ছেলে-মেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তাহ'লে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে-অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি-যে প্রাণের ঠাকুর। তা'র বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পার্‌বো না।

চতুর্থ

বাবা, একথা রাজা শুন্‌বে না।

ধনঞ্জয়

তবু শোনাতে হবে। রাজা হ'য়েচে ব'লেই কি সে এমন

হতভাগা-যে ভগবান্ তাকে সত্য কথা শুন্‌তে দেবেন না? ওরে জোর ক'রে শুনিয়ে আস্‌বো।

পঞ্চম

ও ঠাকুর, তাঁর জোর-যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়

দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তা'র বুঝি জোর নেই! তা'র জোর-যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছ'য় তা জানিস্!

ষষ্ঠ

কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে প'ড়্‌বো, শেষে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাক্‌বে না।

ধনঞ্জয়

দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্য্যন্ত হবার তা হ'তে দে, নইলে কিছুই শেষ হ'তে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয়, তখনি শান্ত হয়।

সপ্তম

তোরা অতো ভয় ক'র্‌চিস্ কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আন্‌বেন।

ধনঞ্জয়

তোদের এই বাবা যার ভরসায় চ'লেচে, তা'র নাম কর্।

বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্—পণ ক'রে ব'সেচিস্-যে মর্‌বি নে। কেন, মর্‌তে দোষ কী হ'য়েচে! যিনি মারেন তাঁর গুণগান ক'র্‌বি নে বুঝি! তোরা একটু দাঁড়া, চারিদিকের ভাবগতিকটা একটু বুঝে নিয়ে আসি।

প্রস্থান

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

ওরে ম'র্‌তে এসেচিস্ এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

প্রথম

আমাদের মরণ সর্ব্বত্রই। পালাবো কোথায়?

দ্বিতীয়

তা মর্‌তে যদি হয় তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ম'র্‌বো!

উদয়াদিত্য

তোদের কী চাই বল্ দেখি!

অনেকে

আমরা তোমাকে চাই।

উদয়াদিত্য

আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে নারে—দুঃখই পাবি।

তৃতীয়

আমাদের দুঃখই ভালো কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাবো।

চতুর্থ

আমাদের মাধবপুরে ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত কাঁদচে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে? তা নয়! তুমি চ'লে এসেচো ব'লে! তোমাকে আমরা ধ'রে নিয়ে যাবো!

উদয়াদিত্য

আরে চুপ কর্, চুপ কর্! ও-কথা বলিস নে!

পঞ্চম

রাজা তোমাকে ছাড়বে না! আমরা তোমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবো। আমরা রাজাকে মানিনে—আমরা তোমাকে রাজা করবো।

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

কাকে মানিস্ নে রে! তোরা কাকে রাজা ক'র্বি?

প্রজাগণ

মহারাজ পেন্নাম হই।

প্রথম

আমরা তোমার কাছে দরবার ক'র্তে এসেচি।

প্রতাপ

কিসের দরবার?

প্রথম

আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ

বলিস্ কী রে?

সকলে

হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাবো।

প্রতাপ

আর ফাঁকি দিবি? খাজনা দেবার নামটি ক'র্‌বি নে।

সকলে

অন্ন বিনে ম'র্‌চি-যে।

প্রতাপ

ম'র্‌তে তো সকলকেই হবে। বেটারা রাজার দেনা বাকি রেখে ম'র্‌বি?

প্রথম

আচ্ছা আমরা না-খেয়েই খাজনা দেবো, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরি হাতে ম'র্‌বো।

প্রতাপ

সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দ্দার কোথায় রে।

দ্বিতীয়

(১মকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দ্দার।

প্রতাপ

ও নয়—সেই বৈরাগীটা।

প্রথম

আমাদের ঠাকুর ! তিনি তো পূজোয় ব'সেচেন। এখনি আস্‌বেন। ঐ-যে এসেচেন।

(ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ)

দয়া যখন হয় তখন সাধনা না ক'রেই পাওয়া যায়। ভয় ছিলো কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা ! প্রভুর কৃপা হ'লো, রাজাকে অমনি দেখতে পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর এই আমাদের হৃদয়ের রাজা ! ওকে রাজা ব'ল্‌তে যাই বন্ধু ব'লে ফেলি !

উদয়াদিত্য

ধনঞ্জয় !

ধনঞ্জয়

কী রাজা ! কী ভাই !

উদয়াদিত্য

এখানে কেন এলে ?

ধনঞ্জয়

তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারিনে-যে !

উদয়াদিত্য

মহারাজ রাগ ক'র্‌চেন।

ধনঞ্জয়

রাগই সই ! আগুন জ্ব'ল্‌চে তবু পতঙ্গ ম'র্‌তে যায়।

প্রতাপ

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েচো?

ধনঞ্জয়

ক্ষ্যাপাই বই কি! নিজে ক্ষেপি ওদেরও ক্ষ্যাপাই এই তো আমাদের কাজ!

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষেপা সে!
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী-যে বাজে কোন্ বাতাসে!

ওরে ক্ষ্যাপার দল, গান ধর রে—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েচিস আনন্দ ক'রে নে! রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক্।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত—

গেলো রে গেলো বেলা, পাগলের কেমন খেলা,
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা!
তা'রে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে একী লীলা হ'চ্চে! ধরা দেবে

না ব'লে পণ ক'রেছিলে, আমরা ধ'র্‌বো ব'লে কোমর বেঁধে বেরিয়েচি!

প্রতাপ

দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পার্‌বে না! এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু'বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো?

ধনঞ্জয়

না মহারাজ দেবো না।

প্রতাপ

দেবে না! এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা!

ধনঞ্জয়

যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারবো না।

প্রতাপ

আমার নয়!

ধনঞ্জয়

আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েচেন এ অন্ন-যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে!

প্রতাপ

তুমিই প্রজাদের বারণ ক'রেচো খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়

হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ ক'রেচি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেল্‌তে চায়।

আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ ক'র্‌তে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে, প্রাণ দিয়েচেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণ-হত্যার অপরাধী ক'রিস নে!

প্রতাপ

দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়

যে-দুঃখ কপালে ছিলো তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েচি মহারাজ—সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাক্‌তে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক্।

প্রতাপ

দেখো বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেল্‌তে চাচ্চো? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি ব'ল্‌চি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী তুমি এইখানেই রইলে!

প্রজাগণ

আমাদের প্রাণ থাক্‌তে সে-তো হবে না।

ধনঞ্জয়

কেন হবে নারে! তোদের বুদ্ধি এখনো হ'লো না! রাজা ব'ল্‌লে বৈরাগী তুমি রইলে, তোরা ব'ল্‌লি না তা হবে না—আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেচে? তা'র থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক ক'রে দিবি?

(গান)

রইলো ব'লে রাখ্‌লে কারে
হুকুম তোমার ফ'লবে কবে ?
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
র'বার যেটা সেটাই র'বে।
যা-খুসি তাই ক'রতে পারো—
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই সবে !
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবচো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে !

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ

তুমি ঠিক সময়েই এসেচো। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধ'রে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী

মহারাজ—

প্রতাপ

কী! হুকুমটা তোমার মনের মতো হ'চ্চে না বুঝি!

উদয়াদিত্য

মহারাজ, বৈরাগী ঠাকুর সাধুপুরুষ!

প্রজারা

মহারাজ,এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে!

ধনঞ্জয়

আমি ব'ল্‌চি তোরা ফিরে যা। হুকুম হ'য়েচে আমি দু'দিন রাজার কাছে থাক্‌বো, বেটাদের সেটা সহ্য হ'লো না?

প্রজারা

আমরা এই জন্যেই কি দরবার ক'র্‌তে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাবো না, তোমাকেও হারাবো?

ধনঞ্জয়

দেখ্‌ তোদের কথা শুন্‌লে আমার গা জ্বালা করে! হারাবি কি রে বেটা! আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হ'য়ে গেচে, এখন পা'লা সব পা'লা!

প্রজারা

মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাবো না?

প্রতাপাদিত্য

না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা

বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখ্‌তুম, তা হ'লে আমার মনটা-যে খোলসা হ'তো। তোর হ'য়ে-যে আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনই ক'রে চেপে রাখ্‌তে হয়!

বিভা

কোনো কথাই তো চাপা রইলো না বৌরাণী। ভগবান্ তো লজ্জা রাখলেন না!

সুরমা

আমি কেবল এই কথাই ভাবি-যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আস্‌বে না; সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেম্‌নি! সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখ্‌তে দেখতে ঠিক হ'য়ে যায়।

বিভা

ঠিক নাও যদি হ'য়ে যায় তাতেই বা কী। যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সুরমা

শুনেচিস্ তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেচেন। তাঁর তো খুব নাম শুনেচি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুন্‌বি বিভা? ঐ দেখ্,—কেবল অতোটুকু মাথা নাড়্‌লে হবে না। লোক দিয়ে ব'লে পাঠিয়েচি আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হ'লে আমরা উপরের ঘর থেকে শুন্‌তে পাবো। ও কি পালাচ্চিস্ কোথায়?

বিভা

দাদা আস্‌চেন!

সুরমা

তা এলোই-বা দাদা।

বিভা

না আমি যাই বৌ-রাণী।

[প্রস্থান

সুরমা

আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পার্‌চে না।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

সুরমা

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েচি।

উদয়াদিত্য

সে তো হবে না।

স্বরমা

কেন ?

উদয়াদিত্য

তাকে মহারাজ কয়েদ ক'রেচেন।

স্বরমা

কী সর্ব্বনাশ, অমন সাধুকে কয়েদ ক'রেচেন ?

উদয়াদিত্য

ওটা আমার উপর রাগ ক'রে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি—মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি—সেইজন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য্য কেমন ক'রে ক'রতে হয়।

স্বরমা

কিন্তু এগুলো-যে অমঙ্গলের কথা—শুন্‌লে ভয় হয়। কী করা যাবে !

উদয়াদিত্য

মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হ'য়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হ'লেন না। তিনি ব'ল্‌লেন, আমি গারদেই যাবো, সেখানে যতো কয়েদী আছে, তাদের প্রভুর নাম গান শুনিয়ে আস্‌বো। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না—তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা

মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেচি —কোথায় সব পাঠাবো ?

উদয়াদিত্য

গোপনে পাঠাতে হবে। নির্ব্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা ক'রে চেঁচাচ্ছিলো, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েচেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হ'লে মনে কী সন্দেহ ক'রবেন বলা যায় না।

সুরমা

আচ্ছা সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু আমি ভাবৃচি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিলো সেই সীতারাম ভাগবতের কী দশা হবে !

উদয়াদিত্য

মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না—সে ভয় নেই।

সুরমা

কেন ?

উদয়াদিত্য

মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুরমা

কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়াদিত্য

সে তো আমি আছি

সুরমা

ও কথা ব'লো না।

উদয়াদিত্য

ব'ল্‌তে বারণ করো তো ব'ল্‌বো না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হ'তে হবে না!

সুরমা

আমি থাক্‌তে তোমার বিপদ ঘ'ট্‌বে কেন? সব বিপদ আমি নেবো।

উদয়াদিত্য

তুমি নেবে? তা'র চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক্ সীতারাম ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

সুরমা

তুমি কিন্তু কিছু ক'রো না! তাদের জন্যে যা কর্‌বার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়াদিত্য

না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা

আমি দেবো না তো কে দেবে? ও তো আমারি কাজ! আমি সীতারাম ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়াদিত্য

সুরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুরমা

আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জানো?

উদয়াদিত্য

কী বলো দেখি!

সুরমা

ঠাকুর-জামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে-কাণ্ডটি ক'র্‌লেন, বিভা সে জন্যে লজ্জায় ম'রে গেচে।

উদয়াদিত্য

লজ্জার কথা বই কি।

সুরমা

এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তা'র অভিমান ছিলো—আজ-যে তা'র সেই অভিমান কর্‌বারও মুখ রইলো না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তা'র স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেচে। একে তো ভারি চাপা মেয়ে—তা'র পরে এই কাণ্ড! আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও ব'ল্‌তে পা'র্‌বে না। স্বামীর গর্ব্ব যে-স্ত্রীলোকের ভেঙেচে, জীবন তা'র পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে!

উদয়াদিত্য

ভগবান্ বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেম্‌নি সহ্য কর্‌বার শক্তিও দিয়েচেন।

সুরমা

সে-শক্তির অভাব নেই—বিভা তোমারি তো বোন বটে!

উদয়াদিত্য

আমার শক্তি-যে তুমি।

সুরমা

তাই যদি হয় তো সেও তোমারি শক্তিতে।

উদয়াদিত্য

আমার কেবলি ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হ'লে—

সুরমা

তা হ'লে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো একদিন ভগবান্ প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই।

উদয়াদিত্য

আমার সে-প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা

ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা চ'ল্‌লুম কিন্তু দেখো।— [প্রস্থান।

(ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ)

সুরমা

ভোর রাত্রে আমি যে-টাকা আর কাপড় পাঠিয়েচি, তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁছেচে তো ?

ভাগবতের স্ত্রী

পৌঁছেচে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতোদিন চ'ল্‌বে ? তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে !

সুরমা

ভয় নেই কামিনী ! আমার যতো দিন খাওয়া-পরা জুটবে, তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা ! কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস্ নে !

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ)

রাজমহিষী

এতো বড়ো একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো, আমি জান্‌তেও পার্‌লুম না।

বামী

মহারাণী মা, জেনেই বা লাভ হ'তো কী ! তুমি তো ঠেকাতে পা'র্‌তে না !

রাজমহিষী

সকালে উঠে আমি ভাবচি হ'লো কী—জামাই বুঝি রাগ ক'রেই গেলো! এদিকে-যে এমন সর্ব্বনাশের উদ্যোগ হ'চ্ছিলো, তা মনে আন্‌তেও পারিনি। তুই সে-রাত্রেই জান্‌তিস্‌, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি!

বামী

জান্‌লে তুমি-যে ভয়েই ম'রে যেতে! তা মা, আর ও-কথায় কাজ নেই—যা হ'য়ে গেচে সে হ'য়ে গেচে।

রাজমহিষী

হ'য়ে চুক্‌লে তো বাঁচতুম—এখন-যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হ'চ্চে।

বামী

ভয় খুব ছিলো, কিন্তু সে কেটে গেচে।

রাজমহিষী

কী ক'রে কাটলো।

বামী

মহারাজার রাগ বৌরাণীর উপর প'ড়েচে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক্‌—আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই। যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে ক'রেই যেন তা'র জোগাড় ক'র্‌চেন।

রাজমহিষী

তা'র জন্যে তো বেশি জোগাড় কর্‌বার দরকার দেখি নে।

মহারাজ-যে ওকে বিদায় ক'র্‌তে পার্‌লেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা ব'লেছিলুম, সেটা ঠিক আছে তো!

বামী

সে সমস্তই তৈরী হ'য়ে র'য়েচে, সে জন্যে ভেবো না।

রাজমহিষী

আর দেরি করিস্ নে, আজকেই যাতে—

বামী

সে আমাকে ব'ল্‌তে হবে না, কিন্তু—

রাজমহিষী

যা হয় হবে—অতো ভাব্‌তে পারি নে—ওকে বিদায় ক'র্‌তে পার্‌লেই আপাতত মহারাজের রাগ প'ড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী

আমি সে ঠিক ক'রেই এসেচি—এতক্ষণে হয়তো—

[প্রস্থান।

রাজমহিষী

কী জানি বামী, ভয়ও হয়!

(প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

মহিষী!

মহিষী

কী মহারাজ !

প্রতাপ

এ-সব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে ক'র্‌তে হবে ?

মহিষী

কী কাজ !

প্রতাপ

ঐ-যে আমি তোমাকে ব'লেছিলুম শ্রীপুরের মেয়েকে তা'র পিত্রালয়ে দূর ক'রে দিতে হবে—এ কাজটা কি আমার সৈন্য সেনাপতি নিয়ে ক'র্‌তে হবে ?

মহিষী

আমি তা'র জন্যে বন্দোবস্ত ক'র্‌চি ।

প্রতাপ

বন্দোবস্ত ! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের ! আমার রাজ্যে ক'জন পাল্কীর বেহারা জুটবে না—না কি ?

মহিষী

সে-জন্যে নয় মহারাজ !

প্রতাপ

তবে কী জন্যে ?

মহিষী

দেখো তবে খুলে বলি ! ঐ বউ আমার উদয়কে যেন

জাদু ক'রে রেখেচে সে তো তুমি জানো। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হ'লে—

প্রতাপ

এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে—এ-বাড়ি থেকে ঐ মেয়েটাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী

মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা বুঝবে না—সে আমি ঠিক ক'রেচি।

প্রতাপ

কী ঠিক ক'রেচো জান্‌তে চাই।

মহিষী

আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েচি।

প্রতাপ

ওষুধ কিসের জন্যে ?

মহিষী

ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ

আমি তোমার ওষুধ টষুধ বুঝিনে—আমি এক ওষুধ জানি—শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ ক'র্‌বো। আমি তোমাকে ব'লে রাখচি কাল যদি ঐ শ্রীপুরের মেয়ে শ্রীপুরে ফিরে না যায়,

তাহ'লে আমি উদয়কে শুদ্ধ নির্ব্বাসনে পাঠাবো—এখন যা ক'র্‌তে হয় করোগে !

মহিষী

আর তো বাঁচিনে ! কী-যে ক'র্‌বো মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে !

[প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

সীতারাম ভাগবতের বেতন বন্ধ হ'য়েচে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই ব'লে ?

উদয়

না মহারাজ, আমি বলপূর্ব্বক তাদের কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েচি, আমাকে তা'রি দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপ

বৌমা তাদের গোপনে অর্থ সাহায্য ক'র্‌চেন।

উদয়

আমিই তাঁকে সাহায্য ক'র্‌তে ব'লেচি।

প্রতাপ

আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে ?

উদয়

না মহারাজ, যে-দণ্ড আমারই প্রাপ্য, তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপ

আমি আদেশ ক'র্‌চি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থ-সাহায্য না করা হয়।

উদয়

আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হ'লো।

প্রতাপ

আর বৌমাকে ব'লো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না—দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়েচে ব'লেই এ-রকম ঘ'ট্‌তে পেরেচে, কিন্তু তিনি জান্‌তে পার্‌বেন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহিষী ও বামীর প্রবেশ)

মহিষী

ওষুধের কী ক'র্‌লি?

বামী

সে তো এনেচি—পানের সঙ্গে সেজে দিয়েচি।

মহিষী

খাঁটি ওষুধ তো?

বামী

খুব খাঁটি!

মহিষী

খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, এক দিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ ব'লেচেন কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয়, তা'হলে উদয়কে শুদ্ধ নির্ব্বাসনে পাঠাবেন। আমি-যে কী কপাল ক'রেছিলুম!

বামী

কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হ'তে কী ঘটে!

মহিষী

ভয়-ভাবনা করবার সময় নেই বামী, একটা-কিছু ক'রতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস্—কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে ম'রচি। ঐ বউটাকে বিদায় ক'রতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম প'ড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হ'য়েচে।

বামী

তা তো জানি! কিন্তু ওষুধের কথা বলা তো যায় না। দেখো, শেষকালে মা আমি যেন বিপদে না পড়ি! আর আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী

সে আমাকে ব'লতে হবে না। তোকে তো গোট্ ছড়াটা আগাম দিয়েচি।

বামী

শুধু গোট্ নয় মা—বাজুবন্দ চাই! [প্রস্থান।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

মহিষী

বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক্ !

উদয়

কেন মা, সুরমা কী অপরাধ ক'রেচে ?

মহিষী

কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বৌমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজের রাজকার্য্যের-যে কী সুযোগ হবে, মহারাজই জানেন !

উদয়

মা ! রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হ'য়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না ? কেবল স্থানটুকু মাত্রই তা'র ছিলো, তা'র বেশি তো আর-কিছু সে পায়নি !

মহিষী

(সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী-যে করেন কিছু বুঝ্‌তে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বৌমাও বড়ো ভাল মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ ক'রে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হ'য়ে গেলো ! তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক্ না কেন, দেখা যাক্, কী বলো বাছা ? ও দিনকতক এখান থেকে গেলেই দেখ্‌তে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না !

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা

কই এখানে তো তিনি নেই !

মহিষী

পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী কল্লি ? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তা'র কী সর্ব্বনাশ না কল্লি ? অবশেষে—সে রাজার ছেলে—তা'র হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নি ?

সুরমা

কোনো ভয় নেই মা। বেড়ি এবার ভাঙ্‌লো ! আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি আমার বিদায় হবার সময় হ'য়ে এসেচে—আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌চিনে ! বুকের ভিতর যেন আগুন জ্ব'লে যাচ্চে। তোমার পায়ের ধূলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু ক'রেচি মাপ কোরো ! ভগবান্ করুন যেন আমি গেলেই শান্তি হয় !

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

মহিষী

ওষুধ খেয়েচে বুঝি ! বিপদ কিছু ঘ'ট্‌বে না তো ? যে যা বলুক, বৌমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর ক'রে বিদায় ক'র্‌লে কি ধর্ম্মে সইবে ? বামী, বামী !

(বামীর প্রবেশ)

বামী

কী মা !

মহিষী

ওষুধটা কি বড্ড কড়া হ'য়েচে ?

বামী

তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই ব'লেছিলে।

মহিষী

কিন্তু বিপদ ঘ'টুবে না তো ?

বামী

আপদ্ বিপদের কথা বলা যায় কি !

মহিষী

সত্যি ব'ল্‌চি বামী, আমার মনটা কেমন ক'র্‌চে। ওষুধটা কি খেয়েচে ঠিক্ জানিস্ ?

বামী

বেশিক্ষণ নয়—এই খানিকক্ষণ হ'লো খেয়েচে।

মহিষী

দেখলুম, মুখ একেবারে শাদা ফেকাসে হ'য়ে গেচে ? কী করলুম কে জানে ! হরি রক্ষা করো।

বামী

তোমরা তো ওকে বিদায় ক'র্‌তেই চেয়েছিলে !

মহিষী

না, না, ছি ছি—অমন কথা বলিস্ নে। দেখ্ আমি তোকে আমার এই গলার হার গাছটা দিচ্চি তুই শীগ্‌গির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উল্টো ওষুধ নিয়ে আয়গে। যা বামী, যা! শীগ্‌গির যা!

[বামীর প্রস্থান।

(বিভার সরোদনে প্রবেশ)

বিভা

মা, মা, কী হ'লো মা?

মহিষী

কী হ'য়েচে বিভু।

বিভা

বৌদিদির এমন হ'লো কেন মা! তোমরা তাকে কী ক'র্‌লে মা! কী খাওয়ালে!

মহিষী

(উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শীগ্‌গির্ দৌড়ে যা—ওরে ওষুধ নিয়ে আয়!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

মহিষী

বাবা, উদয়, কী হ'য়েচে বাপ!

উদয়াদিত্য

সুরমা বিদায় হ'য়েচে মা, এবার আমি বিদায় হ'তে এসেচি —আর এখানে নয়।

মহিষী

(কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্ব্বনাশ হ'লো রে, কী সর্ব্বনাশ হ'লো !

উদয়

(প্রণাম করিয়া) চল্লুম তবে !

মহিষী

(হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ ! আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা।

বিভা

(পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা ! আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে ?

উদয়াদিত্য

তোকে কার হাতে দিয়ে যাবো। আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে ! ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখ্‌লি— নইলে এ পাপ বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত্ত থাকতুম না।

বিভা

বুক ফেটে গেলো দাদা, বুক ফেটে গেলো।

উদয়াদিত্য

দুঃখ করিস্‌ নে বিভা, যে গেচে সে সুখে গেচে ! এ বাড়িতে

এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেলো। ওখানে কিসের গোলমাল। (বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেচে দেখ্‌চি। ওদের বিদায় ক'রে দিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাদল

প্রথম

(উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো।

দ্বিতীয়

আমরা এখানে না-খেয়ে ম'র্‌বো।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী

এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যে-রকম গোলমাল লাগিয়েচে—এখনি মহারাজের কানে যাবে—মুস্কিলে প'ড়্‌বো। কী বাবা তোমরা মিছে চেঁচামেচি ক'র্‌চো কেন বলো তো!

সকলে

আমরা রাজার কাছে দরবার ক'র্‌বো।

প্রহরী

আমার পরামর্শ শোন্ বাবা—দর্‌বার ক'র্‌তে গিয়ে ম'র্‌বি! তোরা নেহাৎ ছোটো ব'লেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি—কিন্তু হাঙ্গামা যদি ক'রিস্ তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবিনে।

প্রথম

আমরা আর তো কিছুই চাইনে, যে-পারদে বাবা আছেন, আমরাও সেখানে থাক্‌তে চাই।

প্রহরী

ওরে, চাই ব'ল্লেই হবে এমন দেশ এ নয়!

দ্বিতীয়

আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাবো।

প্রহরী

তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্চেন।

তৃতীয়

তাঁকে না দেখে আমরা যাবো না।

সকলে

(উর্দ্ধস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর!

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

আমি তোদের হুকুম ক'র্‌চি, তোরা দেশে ফিরে যা!

প্রথম

তোমার হুকুম মান্‌বো—আমাদের ঠাকুরও হুকুম ক'রেচে, তাঁর হুকুমও মান্‌বো—কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাবো।

উদয়াদিত্য

আমায় নিয়ে কী হবে?

প্রথম

তোমাকে আমাদের রাজা ক'র্‌বো।

উদয়াদিত্য

তোদের তো বড়ো আস্পর্দ্ধা হ'য়েচে। এমন কথা মুখে আনিস্‌। তোদের কি মর্‌বার জায়গা ছিলো না?

দ্বিতীয়

ম'র্‌তে হয় ম'র্‌বো, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

তৃতীয়

আমাদের-যে বুক কেমন ক'রে ফাট্‌চে, তা বিধাতা পুরুষ জানেন।

চতুর্থ

রাজা তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ'লে গেলো।

পঞ্চম

আমরা জোর ক'রে নিয়ে যাবো, কেড়ে নিয়ে যাবো।

উদয়াদিত্য

আচ্ছা শোন্‌ আমি বলি—তোরা যদি দেরি না ক'রে

এখনি দেশে চ'লে যাস্, তাহ'লে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার ক'র্‌বো।

প্রথম

সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়াদিত্য

চেষ্টা ক'র্‌বো। কিন্তু আর দেরি না—এই মুহূর্ত্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা

আচ্ছা আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক্! তোমার জয় হোক্।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী

যুবরাজ কারাদণ্ড তো এতো দিন ভোগ ক'র্‌লেন, এখন ছেড়ে দিন।

প্রতাপ

কারাদণ্ড দেবার কারণ ঘটেছিলো, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটেনি।

মন্ত্রী

কেবল সন্দেহ মাত্রে ওঁকে শাস্তি দিয়েচেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপাদিত্য

মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লীতে চ'লেছিলো— হাতে-হাতে ধরা প'ড়েছিলো, সেও কি তুমি অবিশ্বাস করো?

মন্ত্রী

আজ্ঞে না, মহারাজ, অবিশ্বাস ক'রচি নে।

প্রতাপাদিত্য

ওরা তাতে লিখেচে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু—ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়—এ কথাগুলো তো ঠিক?

মন্ত্রী

আজ্ঞে হাঁ, সে-দরখাস্ত তো আমি দেখেচি।

প্রতাপাদিত্য

এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও?

মন্ত্রী

কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ-কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারিনে।

প্রতাপ

তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর ক'রে তো আমি রাজকার্য্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে, তবে, "ঐ যা' মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস ক'রেছিলো" ব'লে তো নিষ্কৃতি পাবো না।

মন্ত্রী

কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজত্বের অঙ্গ মহারাজ। যুবরাজকে যে-সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েচেন তা'র যদি কোনো মূল না থাকে তা হ'লেও রাজকার্য্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপ

রাজ্য-রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ

হ'লে তা'র পরে দণ্ড দেওয়াই-যে রাজার কর্ত্তব্য তা আমি মনে করিনে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী

আপনি রাগ ক'র্বেন, কিন্তু আমি এ-ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কল্পনা ক'র্তে পারি নে।

প্রতাপ

মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিলো কি না?

মন্ত্রী

হাঁ।

· প্রতাপ

তা'রা ওকেই রাজা ক'র্তে চেয়েছিলো কি না?

মন্ত্রী

হাঁ চেয়েছিলো।

প্রতাপ

তুমি ব'ল্‌তে চাও এ সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিলো না?

মন্ত্রী

যদি হাত থাকৃতো তা'হলে এতো প্রকাশ্যে এ-কথার আলোচনা হ'তো না।

প্রতাপ

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়েই

ব'সে থাকো—বিপদ্‌টা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌বো না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি। অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে হয়।

মন্ত্রী

অন্তত বৈরাগীঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ! প্রজাদের মনে এক সঙ্গে এতোগুলো বেদনা চাপাবেন না!

প্রতাপ

আচ্ছা সে আমি বিবেচনা ক'রে দেখবো।

মন্ত্রী

চলুন না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে যুবরাজকে দেখে আসুন না। ওঁর মুখ দেখ্‌লে, ওঁর দুটো কথা শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, গোপনে অপরাধ ওঁর দ্বারা কখনো ঘ'টতেই পারে না।

প্রতাপ

যারা মুখের ভাব দেখে, আর হায় হায় আহা উহু ক'র্‌তে ক'র্‌তে রাজ্যশাসন করে, তা'রা রাজা হবার যোগ্য নয়।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত রায়

বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও!—পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে—তবে তাকে এই বুড়োর

কাছে দাও না। (প্রতাপ নিরুত্তর) তুমি যা মনে ক'রে উদয়কে শাস্তি দিচ্চো, সেই অপরাধ-যে যথার্থ আমার। আমিই-যে রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা করবার জন্মে চক্রান্ত ক'রেছিলুম।

প্রতাপ

খুড়োমশায়, বৃথা কথা ব'লে আমার কাছে কোনো দিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত রায়

ভালো, আমার আর-একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল উদয়কে দেখে যেতে চাই—আমাকে তা'র সেই কারাগৃহে প্রবেশ ক'র্‌তে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপ

সে হ'তে পার্‌বে না।

বসন্ত রায়

তাহ'লে আমাকে তা'র সঙ্গে বন্দী ক'রে রাখো। আমাদের দু'জনেরই অপরাধ এক—দণ্ডও এক হোক্—যতদিন সে কারাগারে থাক্‌বে আমিও থাক্‌বো।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান।

(রামমোহনের প্রবেশ)

বসন্ত রায়

কী মোহন? কী খবর?

রামমোহন

মাকে আমাদের চন্দ্রদ্বীপে আসবার কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম।

বসন্ত রায়

প্রতাপকে জানিয়েছিস্‌ না কি ?

রামমোহন

তাঁকে জানাবার আগে একবার স্বয়ং মাকে নিবেদন ক'র্‌তে গিয়েছিলুম।

বসন্ত রায়

তা বিভা কী ব'ল্‌লে ?

রামমোহন

তিনি ব'ল্‌লেন, তিনি যেতে পার্‌বেন না।

বসন্ত রায়

কেন, কেন ? অভিমান ক'রেচে বুঝি ? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বেশিক্ষণ থাক্‌বে না, একটু তুমি সবুর করো।

রামমোহন

তিনি ব'ল্‌লেন, দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পার্‌বো না।

বসন্ত রায়

আহা, সে-কথা ব'ল্‌তে পারে বটে।

রামমোহন

বড়ো বুক ফুলিয়ে এসেছিলেম। মহারাজ নিষেধ ক'রেছিলেন

—বলেছিলেম, মা লক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন আমার কথা ঠেল্‌তে পার্‌বেন না। আমাদের রাজা ব'ল্‌লেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পার্‌বো না। আমি ব'ল্‌লেম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে? আপনার ঘরের রাণী নন? শ্বশুরের উপর রাগ ক'রে নিজের সিংহাসনকে অপমান ক'র্‌বেন? এই ব'লে চ'লে এসেচি, আজ আমি ফির্‌বো কোন্ মুখে?

বসন্ত রায়

বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন

না, খুড়ো মহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগ্যকেই দোষ দিই,—এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে ব'সেচেন?

বসন্ত রায়

হারাবে কেন রামমোহন? শুভদিন আস্‌বে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন

কুপরামর্শ দেবার লোক-যে ঢের আছে। ওরা ব'ল্‌চে যাদবপুরের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ওঁর পাটরাণী ক'র্‌বে।

বসন্ত রায়

এও কি কখনো সম্ভব? আমাদের বিভাকে ত্যাগ ক'র্‌বে?

রামমোহন

সেই চক্রান্তই হ'য়েচে, আমি তাই ছুটে এলুম। অপরাধ

ক'র্লেন নিজে. আর যিনি সতীলক্ষ্মী, তাঁকে দণ্ড দিলেন ! এও কি কখনো সইবে ? হোক্ না কলি, ধর্ম্ম কি একেবারে নেই ? চল্লুম মহারাজ, আশীর্ব্বাদ ক'র্বেন, আমাদের রাজার যেন সুমতি হয়।

বসন্ত রায়

এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাবো তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হ'তে দেবো কেন ?

[রামমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

(সীতারামের প্রবেশ)

কী সীতারাম, খবর কী ?

সীতারাম

কারাগারে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েচি, এখনি যুবরাজ বেরিয়ে আসবেন।

বসন্ত রায়

আবার আর-একটা উৎপাত ঘ'ট্বে না তো ? একটা ফাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ফাঁড়া ঘাড়ে চাপে-যে। আমার ভালো ঠেকচে না।

সীতারাম

কাছেই নৌকো তৈরি আছে খুড়ো মহারাজ, তাঁকে নিয়ে এখনি আমাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত রায়

তা'র আগে বিভার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি গে!

সীতারাম

না, তা'র সময় নেই।

বসন্ত রায়

দেরি ক'র্‌বো না সীতারাম, তা'র সঙ্গে জীবনে আর তো দেখা হবে না!

সীতারাম

তা হ'লে সমস্ত আমাদের বৃথা হ'য়ে যাবে। ঐ দেখুন আগুনের শিখা জ্ব'লে উঠেচে।

বসন্ত রায়

আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পার্‌বে তো রে?

সীতারাম

কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে; এই এলেন ব'লে দেখুন না।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়াদিত্য

দাদামশায়-যে!

বসন্ত রায়

আয় ভাই আয়।

উদয়াদিত্য

সমস্তই স্বপ্ন না কি? আমি তো বুঝতে পার্‌চিনে!

সীতারাম

যুবরাজ এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আসুন।

উদয়াদিত্য

কেন নৌকো কেন?

সীতারাম

নইলে আবার প্রহরীরা ধ'রে ফেল্‌বে!

উদয়

কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্চি?

বসন্ত রায়

হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি ক'রে নিয়ে চ'লেচি।

সীতারাম

কয়েদখানায় আমিই আগুন লাগিয়েচি।

উদয়

কী সর্ব্বনাশ! ম'রবি যে রে!

সীতারাম

যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি ম'রেচি!

উদয়

না, আমি পালাবো না।

বসন্ত রায়

কেন দাদা?

উদয়

নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়াতে পারবো না।

বসন্ত

অন্যদের-যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়

সে আমি পারবো না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তা'র চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মুক্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরবো।

বসন্ত

কারাগার তো গেচে ছাই হ'য়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়

ঐ দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত

তা হ'লে আমিও যাই।

উদয়

না, তুমি যেতে পা'রবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত

আচ্ছা তা হ'লে আমি বিভার কাছে যাই। তা'র প্রাণটা-যে কী রকম ক'র্‌চে, সে আমিই জানি।

উদয়

সীতারাম, আমার জন্যে-যে নৌকো তৈরি আছে, সে নৌকোয় চ'ড়ে এখনি তুই রায়গড়ে চ'লে যা !

সীতারাম

(উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পুণ্য ক'রে থাকি, আর জন্মে যেন তোমার দাস হ'য়ে জন্মাই !

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ—নৃত্য ও গীত)

ওরে আগুন আমার ভাই।
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার, শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই!
তুমি দু'হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেচো আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই!
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল যাবে স'রে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবিরে ছাই ক'রে!

সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই।

[প্রস্থান।

(প্রতাপ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ

দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করি নে। এ'র মধ্যে চক্রান্ত আছে! খুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী

তাঁকে দেখা যাচ্চে না।

প্রতাপ

হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েচেন।

মন্ত্রী

তিনি সরল লোক—এ সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ

বাইরে থেকে যাকে সরল ব'লে বোধ হবে না তা'র কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

কারাগার ভস্মসাৎ হ'য়ে গেচে। আমার আশঙ্কা হ'চ্চে যদি—

প্রতাপ

কোনও আশঙ্কা নেই, আমি ব'লচি উদয়কে নিয়ে খুড়ো মহারাজ পালিয়েচেন। সেই বৈরাগীটার খবর পেয়েচো?

না মহারাজ!

প্রতাপ

সে বোধ হয় পালিয়েচে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী

কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ

আর কিছু নয়—সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ ক'র্‌তে পারতুম—তা'র কথা শুন্‌তে মজা আছে।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধনঞ্জয়

জয় হোক্ মহারাজ! আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির; কিন্তু না ব'লে যাই কী ক'রে! তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ

ক'দিন কাটলো কেমন ?

সুখে কেটেচে—কোনো ভাবনা ছিলো না। এ সব তা'রই লুকো-চুরি খেলা—ভেবেছিলো গারদে লুকোবে, ধ'র্‌তে পা'রবো না—কিন্তু ধ'রেচি, চেপে ধ'রেচি, তা'রপরে খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেচে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে !

(গান)

ওরে শিকল তোমার অঙ্গে ধ'রে
দিয়েচি ঝঙ্কার !
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌লো বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।
তোমার 'পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে'
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।

অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ

বলো কী বৈরাগী, গারদে তোমার এতো আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়

মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। অভাব কিসের? তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপ

এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়

রাস্তায়।

প্রতাপ

বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভালো—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়

মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা! চ'ল্‌তে পারলেই হ'লো। ওটাকে যে পথ ব'লে জানে সেই তো পথিক; আমরা কোথায় লাগি? তাহ'লে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে প'ড়ি।

প্রতাপ

আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়োনা।

ধনঞ্জয়

সে কেমন ক'রে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে-যে যাবো না ?

মন্ত্রী

মহারাজ। ঐতো দেখি যুবরাজ আস্‌চেন।

প্রতাপ

তাইতো, পালায়নি তবে !

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

প্রতাপ

কী ! তুমি-যে মুক্ত দেখি ?

উদয়াদিত্য

কেমন ক'রে ব'ল্‌বো মহারাজ ? কারাগার পুড়্‌লেই কি কারাগার যায় ?

প্রতাপ

তুমি-যে পালিয়ে গেলে না ?

উদয়াদিত্য

মেয়াদ না ফুরোলে পালাবো কী ক'রে ? মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন ক'রে দেবেন, সেই দিনই তো ছাড়া পাবো।

প্রতাপ

তোমাকে ত্যাগ ক'রে?

উদয়াদিত্য

তা ছাড়া আর কী ব'ল্‌বো? আমাকে গ্রহণ ক'রে আমাদের তো কারো কোনো সুখ নেই।

প্রতাপ

তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে এর থেকেই যতো দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয়, সেইখানেই তা'র বন্ধন।

উদয়

না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ

তুমি যা ব'ল্‌চো তা-যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী ক'রে জান্‌বো?

উদয়

আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌বো আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনও শাসন ক'র্‌বো না; সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ

তুমি তবে কী চাও?

উদয়াদিত্য

মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে—কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পূরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চ'লে যাই।

প্রতাপ

আচ্ছা, বেশ! আমি এর ব্যবস্থা ক'র্‌চি!

উদয়াদিত্য

আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ! আমি বিভাকে নিজে তা'র শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আস্‌বার অনুমতি চাই।

প্রতাপ

তা'র আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

উদয়াদিত্য

তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তা'র সুখও নেই, কর্ম্মও নেই।

প্রতাপ

তা'র মাতার কাছে অনুমতি নিতে পারো।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(মহিষী ও বিভার প্রবেশ)

মহিষী

উদয় কি বেঁচে আছে?

প্রতাপ

ভয় নেই। বেঁচে আছে! তুমি এখানে-যে?

মহিষী

পার্‌বো কেন থাক্‌তে? শুন্‌লুম কারাগারে আগুন লেগেচে। উদয়, বাবা আমার, এখন ঘরে চল্‌।

উদয়

আমার ঘর নেই। আমি যাচ্চি কাশী।

মহিষী

সে কী কথা? তাহ'লে আমাকে মেরে ফেলে যা!

উদয়

মা, এতো দিনে তুমি কি ঠাউরেচো তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাক্‌বে? আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই? আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েচি। কারাগারের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য সব আশ্রয়ই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেচে। কেঁদে কী হবে, মা, আজই চোখের জল মোছবার সময়।

বিভা

দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

উদয়

কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর জায়গা নেই—এখন তুমি অনুমতি করো আমার সঙ্গে ওকেও অভয় আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী

তুই যদি যাবি উদয়, তো ও যাক্, তোর সঙ্গে—তোর মায়ের হ'য়ে ওই তোকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশুর বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিই—যদি তা'রা—

প্রতাপ

চুপ করো, ওর আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

মহিষী

গর্ভে ধ'রে সংসারে কী দুঃখই এনেচি! রাজার বাড়িতে এরা জ'ন্মেছিলো এই জন্যেই? এখন একবার বাড়িতে চল্—তা'র পরে—

উদয়াদিত্য

না, মা, ও-বাড়িতে আর নয়—রাস্তা বেয়ে সোজা চ'লে যাবো, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী

তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির অন্ন-যে আমার বিষের মতো ঠেক্‌বে।

উদয়াদিত্য

এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় করো।

মহিষী

বুঝ্‌তে পার্‌চি তোদের দুঃখের দিন ঘুচ্‌লো। এবার ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখ্‌বেন। তবু দুর্ব্বল মন মানে না-যে। আজ থেকে মায়ের যোগ্য সেবা তোদের আর তো কিছু ক'র্‌তে

পারবো না, তোদের জন্যে যশোরেশ্বরীর কাছে রোজ পুজো দেবো।

বিভা

দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

উদয়াদিত্য

তিনি কাছেই কোথাও আছেন—এখনি দেখা হবে।

প্রতাপ

না দেখা হবে না। কোনো দিন না।

উদয়াদিত্য

কেন, তা'র কী হ'লো?

প্রতাপ

তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব কথা তোমাদের ভাব্‌বার কথা নয়।

উদয়াদিত্য

না হ'তে পারে কিন্তু এই ব'লেই গেলুম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হ'লো পুণ্যের, সে-পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা আর কাঁদিস্‌ নে। দাদামশায় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।

প্রতাপ

এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ ক'র্‌তে হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই

আপনি তো চ'লে এলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে প'ড়লেন।

মন্ত্রী

কী রকম, হে রমাই।

রমাই

রাজার অভিপ্রায় ছিলো, কন্যাটি বিধবা হ'লে হাতের নোয়া আর বালা দু'গাছি বিক্রি ক'রে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করাতে তম্বী কতো!

মন্ত্রী

মহারাজ, শুনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপশোষে সারা হ'চ্ছেন। এদিকে একটু ইসারা ক'র্‌লেই নিজের খরচে এখনো মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি!

রমাই

সেটা বিনি-খরচায় হ'তে পারে কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে।

মন্ত্রী

সে-তো বটেই। বিবাহ ক'রেচেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আন্‌বার বেলা তো বিচার ক'র্‌তে হয়! কী বলো রমাই?

রমাই

সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, তা ব'লে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না?

মন্ত্রী

বেশ ব'লেচো রমাই।

রমাই

মন্ত্রিবর, শুভকর্ম্মে মহারাজের যশুরে শ্বশুর মশায়কে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হ'য়েচে তো? কী জানি মনে দুঃখ ক'র্‌তেও পারেন। (সকলের হাস্য)

রমাই

বরণ কর্‌বার জন্যে এয়ো-স্ত্রীদের মধ্যে শাশুড়ি ঠাক্‌রুণকেও ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই—অতএব সেখানে যখন মিষ্টান্ন পাঠানো হবে তখন সেই সঙ্গে দুচার ছড়া কাঁচা রম্ভাও পাঠানো ভালো। কী বলো মন্ত্রী!

মন্ত্রী

তা'র উপরে কথা! (উচ্চহাস্য)

রমাই

আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজত্ব রাজকন্যা তোমাদেরি থাক, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শালা শ্বশুরের অভাব নেই! কী বলেন আপনারা?

(সকলের উচ্চ হাস্য)

রামচন্দ্র

রমাই, তুমি যাও লোকজনদের দেখো গে।

[রমাইয়ের প্রস্থান।

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগ্‌চে না।

সেনাপতি

মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের ধোঁয়ার মতো, ত'ার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

রামচন্দ্র

ঠিক ব'লেচো সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছিলো উঠে চ'লে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জ'ম্‌চে না, ফর্ণাণ্ডিজ।

ফর্ণাণ্ডিজ

না মহারাজ, জ'ম্‌চে না, আমার বুকে বাজচে—আর একদিনের কথা মনে প'ড়চে।

রামচন্দ্র

গুজবটা কি সত্য?

ফর্ণাণ্ডিজ

কিসের গুজব ?

রামচন্দ্র

ঐ তাঁরা কি যশোর থেকে আস্‌চেন ?

ফার্ণাণ্ডিজ

হাঁ মহারাজ, শুনেচি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি গে।

রামচন্দ্র

এগিয়ে আন্‌বে ? তাহ'লে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাস্‌বে।

ফর্ণাণ্ডিজ

আদেশ করেন তো ওদের হাসিসুদ্ধ মুখ একেবারে চেঁচে পরিষ্কার ক'রে দিই।

রামচন্দ্র

না, না, গোলমাল ক'রে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি আমি তোমাকে গোপনে ব'ল্‌চি, কাউকে ব'লো না, আমি তাকে কিছুতে ভুল্‌তে পার্‌চি নে। কালই রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখেচি।

ফর্ণাণ্ডিজ

মহারাজ, আমি আর কী ব'ল্‌বো—তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবুও দিতে ইচ্ছা হ'চ্চে।

রামচন্দ্র

দেখো সেনাপতি, এক কাজ ক'র্‌লে হয় না ?

ফর্ণাণ্ডিজ

কী বলুন।

রামচন্দ্র

মোহন যদি একবার খবর পায়-যে তাঁরা আস্‌চেন, তাহ'লে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনো মতে তাকে সংবাদটা জানাও না! কিন্তু দেখো আমার নাম ক'রো না।

ফর্ণাণ্ডিজ

যে-আজ্ঞা মহারাজ!

(রমাইয়ের প্রবেশ)

রমাই

মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এলো না। রাগ ক'র্‌লে বা।

রামচন্দ্র

হা, হা, হা, হা!

রমাই

আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলাবার চেষ্টায় ছিলেন—এবারে তাঁকে—

(রামমোহন দ্রুত আসিয়া)

রামমোহন

চুপ! আর একটি কথা যদি কও তাহ'লে—

রমাই

বুঝেচি বাবা, আর ব'ল্‌তে হবে না।

রামমোহন

মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ! আজকের দিনে অনেক সহ্য ক'রেচি, কিন্তু মহারাজার ঐ হাসি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চি নে।

রামচন্দ্র

ফের বেয়াদবি কর্‌চিস্‌।

রামমোহন

আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে ক'র্‌লে বুঝ্‌লে না!

ফর্ণাণ্ডিজ

মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

রামচন্দ্র

ওরা সব গান বন্ধ ক'রে হাঁ ক'রে বসে রইলো কেন? ওদের একটু গাইতে বলো না! আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে প'ড়্‌চে! গান ধরো।

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেচে
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধ সুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝ্‌তে নারে
ডাক প'ড়েচে কোথায় তা'রে,

ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।

নীলগগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেচে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কী এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী
বাসর প্রদীপ জ্বালো?

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়

আজ রাস্তায় মিলন—আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই—আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই! আয় ভাই কোলাকুলি ক'রে নিই!

(কোলাকুলি) দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে, সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েচো, আজ আর কিছু ভাবনা নেই !

(গান)

সকল ভয়ের ভয় যে তা'রে
কোন্ বিপদে কাড়বে ?
প্রাণের সঙ্গে যে-প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে ?
না-হয় গেলো সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্ব্বনেশে !
যে-লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে-লাভ কেবল বাড়বে !
সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে-সুখ থাকে বাকি
কেই-বা সে-সুখ নাড়বে ?
যে পড়েচে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েচে তলায় এসে,
ভয় মিটেচে বেঁচেচে সে
তা'রে কে আর পাড়্‌বে ?

উদয়াদিত্য

বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধ'র্‌লুম, আর ছাড়্‌চিনে কিন্তু!

ধনঞ্জয়

তুমি ছাড়্‌লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁৎমুৎ কিছু নেই তো?

উদয়াদিত্য

কিছু না—বেশ আছি!

ধনঞ্জয়

তবে দাও একটু পায়ের ধুলো।

উদয়াদিত্য

ও কী করো! ও কী করো! অপরাধ হবে-যে!

ধনঞ্জয়

দাদা, এতো বড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান্ যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে-যে মহাপুরুষ! তোমাকে দেখে আমার সর্ব্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো—তাকে একবার দেখি!

উদয়াদিত্য

সে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছে—তাকে ডেকে আন্‌চি!

(বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম)

ধনঞ্জয়

ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই! এই দেখ্না আমাকে দেখ্না—আমি তাঁর রাস্তার ছেলে—রাস্তার কোলে কোলেই দিন কেটে গেলো—দিন রাত্রি একেবারে ধূলোয় ধূলোময় হ'য়ে বেড়াই—মায়ের আদরে লাল হ'য়ে উঠি। আমার মায়ের ওই ধূলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ—কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা

বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্চো? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

ধনঞ্জয়

কোথায় যাবো সে-কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েচে! এই মাটি দেখ্লে আমাকে মাটি ক'রে দেয়।

গান

(সারিগানের সুর)

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
(ওরে) কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে!

(ও-যে) আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
(ও-যে) কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে!
(ও) কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে-যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

উদয়াদিত্য

ঠাকুর, তুমি কি ভাবচো, বিভা আমার পথের সঙ্গিনী? ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্চি।

ধনঞ্জয়

বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্খানে পৌঁছিয়ে দেন্—আমিও সঙ্গে আছি।— কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।

[প্রস্থান।

বিভা

দাদা ঐ-যে মোহন আস্চে। ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা কইতে চাই!

উদয়াদিত্য

আচ্ছা, আমি একটু স'রে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

(রামমোহনের প্রবেশ)

বিভা

মোহন!

রামমোহন

মা, আজ তুমি এলে?

বিভা

হাঁ মোহন, তুই কি আমায় নিতে এলি?

রামমোহন

না, মা, অতো ব্যস্ত হ'য়ো না, আজ থাক্।

বিভা

কেন মোহন, আজ কেন নয়?

রামমোহন

আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা

ভালো দিন নয়? তবে আজ এতো উৎসবের আয়োজন কেন? বরাবর দেখ্‌লুম রাস্তায় আলোর মালা—বাঁশি বাজ্‌চে। আজ বুঝি শুভ লগ্ন প'ড়েচে!

মোহন

শুভ লগ্ন! মিথ্যা কথা! সমস্ত ভুল!

বিভা

মোহন, তোর্ কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চিনে, কী হ'য়েচে আমাকে সত্যি ক'রে বল্! মহারাজ কি রাগ ক'রেচেন?

মোহন

রাগ ক'রেচেন বৈ কি!

বিভা

তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন!

মোহন

দেরি হ'য়ে গেচে, না, দেরি হ'য়ে গেচে! অনেক দেরি হ'য়ে গেচে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা

কে বল্লে ফেরে না? আমি তপস্যা ক'রে ফেরাবো—আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাবো। মোহন, এখনি তুই আমাকে নিয়ে যা! দেরি যদি হ'য়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি ক'র্‌বো না!

মোহন

যুবরাজ কোথায় গেচেন?

বিভা

তিনি এখনি আস্‌বেন।

মোহন

তিনি ফিরে আসুন না!

বিভা

না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েচেন

আমি এসেচি? দাদা বল্লেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেচেন। ময়ূরপংখী সাজানো হ'চ্চে!

মোহন

হাঁ সাজানো হ'চ্চে বটে—

বিভা

এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি?

মোহন

ঐ ময়ূরপংখীর সাজসজ্জায় আগুন লাগুক্, আগুন লাগুক্!

বিভা

মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আন্‌তে গেলি আস্‌তে পারিনি ব'লে এতো রাগ ক'রেচিস্? তুইও আমার দুঃখ বুঝ্‌তে পারিস্‌নি মোহন?

(মোহন নিরুত্তর)

বিভা

এই দেখ্ তোর দেওয়া সেই শাঁখা-জোড়া প'রে এসেচি—আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস্ নে!

মোহন

আমাকে আর দগ্ধ ক'রো না! মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর চাপা দিতে পা'র্‌লুম না! মা জননি, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ-রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই! চলো মা, তুমি ফিরে চলো—তোমার এই পাদপদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে!

বিভা

মোহন, যা তোর বল্‌বার আছে সব তুই বল্‌! আমি-যে কতো দুঃখ সইতে পারি, তা কি তুই জানিস্‌নে?

মোহন

সন্তান যখন ডাকৃতে গেলো তখন কেন এলিনে—তখন কেন এলিনে—আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আন্‌তে পা'র্‌লুম না!

বিভা

ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সে-দিন দাদাকে ফেলে আস্‌তে পার্‌তুম—এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে!

মোহন

তবে শোন্‌ মা, সেই ময়ূরপংখী তোর জন্যে নয়!

বিভা

নাই হ'লো মোহন, দুঃখ কিসের! আমি হেঁটে চ'লে যাবো!

মোহন

যাবি কোথায়? সেখানে-যে আজ আর-এক রাণী আস্‌চে!

বিভা

আর-এক রাণী!

মোহন

হাঁ, আর-এক রাণী! আজ মহারাজের বিবাহ!

বিভা

ওঃ—আজ বিবাহের লগ্ন !

মোহন

এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন—আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সাম্‌নে এসে পৌছ'লে ! আর, আমার এমন কপাল, আজ আমি বেঁচে আছি ! চল্ মা, ফিরে চল্, আর এক দণ্ড নয়—ঐ বাঁশি আমার কানে বিষ ঢাল্‌চে ! ওরে, আর একদিন কী বাঁশি শুনেছিলুম, সেই কথা মনে প'ড়্‌চে ! চল্ চল্ ফিরে চল্ ! অমন চুপ ক'রে ব'সে রইলে কেন মা ? কেমন ক'রে-যে কাঁদ্‌তে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেচো ?

বিভা

মোহন, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

মোহন

কী কথা ?

বিভা

আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস্ আমি একলা যাবো।

মোহন

সে আজ ময়ূরপংখীতে চ'ড়্‌বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে ?

বিভা

হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে—আমি হেঁটেই যাবো। তুই সঙ্গে যাবিনে?

মোহন

আমি সঙ্গে যাবো না, তো কে যাবে? কিন্তু মা, সে-সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে?

বিভা

তা বটে, কেন যাবো? মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে-কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম, যা ভোগ হবার তা বুঝি হ'য়ে চুকে গেচে!

মোহন

কেন মা, তুমি সতী লক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও!

বিভা

মোহন, সেদিন অপরাধ-যে সত্যি হ'য়েছিলো। সে-অপরাধের শাস্তি না হ'য়ে তো মিটবে না, সে-শাস্তি আমিই নিলুম—প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

মোহন

মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় ক'রে নিয়েচো—আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি ব'ল্‌চি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারালো।

(উদয়াদিত্যের প্রবেশ)

উদয়

ওরে বিভা!

বিভা

দাদা সব জানি। কিছু ভেবো না!

উদয়

এখন কী ক'র্‌বি বোন্?

বিভা

ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাবো, কিন্তু যাবো না।

মোহন

না, যেয়ো না, যেয়ো না! গেলে তোমার অপমান হ'তো—সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়্‌তো।

বিভা

আমাব মান অপমান সব চুকে গেচে। কিন্তু দাদার অপমান হ'তো-যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও!

উদয়াদিত্য

তুই কোথায় যাবি বিভা!

বিভা

তোমার সঙ্গে কাশী যাবো। আমি আজ মুক্তি পেয়েচি! এখন তোমার চরণসেবা ক'রে আমার জীবন আনন্দে কাট্‌বে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা।

মোহন

ঐ দেখো মা, ফের্‌বার পথে আগুন লেগেচে, ঐ-যে ময়ূরপংখী চ'লেচে। ও-পথ আমার পথ নয়।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

বিভা

বৈরাগী ঠাকুর!

ধনঞ্জয়

কেন দিদি?

বিভা

আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর!

উদয়াদিত্য

ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হ'লো।

ধনঞ্জয়

সে তো বেশ কথা! দয়াময় হরি! কী আনন্দ—তোমার এ কী আনন্দ! ছাড়ো না, কিছুতেই ছাড়ো না! শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো ব'সে আছে! দিদি, এই মাঝ-রাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব প'ড়েচে। একেবারে জোর তলব! চল্ চল্! চল্ চল্। পা ফেলে চল্! খুসি হ'য়ে চল্! হাস্‌তে হাস্‌তে চল্। রাস্তা এমন ক'রে পরিষ্কার ক'রে দিয়েচে—আর ভয় কিসের!

(গীত)

আমি ফিরবো না রে, ফিরবো না আর ফিরবো না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসলো তরী
কূলে ভিড়বো না আর ভিড়বো না রে।
ছড়িয়ে গেচে সূতো ছিঁড়ে
তাই খুটে আজ মর্‌বো কি রে !
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরবো না আর ঘিরবো না রে !
ঘাটের রসি গেচে কেটে
কাঁদ্‌বো কি তাই বক্ষ ফেটে ?
এখন পালের রসি ধরবো কসি
এ-রসি ছিঁড়বো না আর ছিঁড়বো না রে।